NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুললেন চাকরিহারারা

কাশ্মীর বদলেছে, তবে ষড়যন্ত্র এখনও জিইয়ে: দিলীপ ঘোষ ৩

কলকাতা ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ১২ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.04.2025, Vol.18, Issue No. 314, 8 Pages, Price 3.00

ভাইকে শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সুবেদার দাদা রফিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় সেনার বাঙালি কমান্ডো ঝন্টু আলি শেখের দেহের ময়নাতদন্ত সেনা হাসপাতালে শেষ হতেই দেহ কফিনবন্দি করার আগে নিয়ম অনুযায়ী তা পরিবারের কাউকে দেখাতে ডাক পড়ল দাদার। স্ট্রেচারে শোয়ানো ভাইকে শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন সেনাবাহিনীর সুবেদার রফিক শেখ। পাশে দাঁড়িয়ে মুহ্যমান রফিককে সান্ত্বনা দিলেন তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা শেখ। তিনিও কাশ্মীরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত।

কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা নিয়ে শোরগোলের আবহেই বৃহস্পতিবার জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জম্মুতে নিহত হন ঝন্টু। নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা ঝন্টু ৬ প্যারাশুট রেজিমেন্ট স্পেশাল ফোর্সের হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন। জম্মুর উধমপুর জেলার ডুডু-বসন্তগড়ের পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পেয়ে সেদিন ভোর থেকে চিরুনি তল্লাশিতে নেমেছিল সেনার ৬ প্যারা, হোয়াইট নাইট কোর এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। অচিরেই বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলিযুদ্ধ শুরু হয়। জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর আহত হন ঝন্টু। সেনা জানিয়েছে, চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝন্টুর মৃত্যুর খবর নদিয়ার তেহট্টের পাথরঘাটা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছিল। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার সকালে তেহট্টের বাড়িতে পৌঁছতে পারে দেহ। শুক্রবার সকাল থেকে পাথরঘাটার বাড়িতে পাড়াপড়শিদের ভিড়। এসেছেন বন্ধু সামিরুলও। তিনি বলেন, 'ঝন্টু ছুটিতে এলে আমার দোকানেই বসত। ওর মুখে কাশ্মীরের কত ঘটনা শুনেছি! শিউরে উঠেছি সে সব শুনে।'

পড়শি সাহাবুদ্দিন মণ্ডলও একদা সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনিও বলেন, 'ছোটবেলা থেকে ওরা তিন ভাই সেনাবাহিনীতে কাজ করবে বলে স্বপ্ন দেখত। আমাকেও বলত। সেই কারণেই ছোট থেকে দৌড়, খেলাধুলো, শারীরিক কসরত করত। ওর দাদা রফিকুল প্রথমে সেনাবাহিনীতে চাকরি পায়। এখন সে সুবেদার পোস্টে কাশ্মীরে কর্মরত। ওকে দেখেই আরও উৎসাহ পেয়ে গিয়েছিল ঝন্টু। অনেক পরিশ্রম করেছিল। ২০০৮ সালে চাকরি পায়। বড্ড ভালো ছেলে ছিল ঝন্টু। ছুটিতে এলেই সকলের সঙ্গে কথা বলত। গ্রামের ছেলেদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ দিত।'

তিন দশক ধরে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ, স্বীকারোক্তি পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ২৫ এপ্রিল: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এক অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান গত তিন দশক ধরে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন, প্রশিক্ষণ এবং অর্থায়ন করে আসছে। তাঁর এই স্বীকারোক্তি বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু, আসিফ এই মন্তব্যে কোনো নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম উল্লেখ না করলেও, তাঁর 'নোংরা কাজ' শব্দটি এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, তিনি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কথা বলেছেন। বিশেষত, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ৯/১১-এর পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' পাকিস্তানের ভূমিকা উঠে আসছে।

এই সাক্ষাৎকারটি স্কাই নিউজের সাংবাদিক ইয়ালদা হাকিমের সাথে হওয়া একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে আসে, যেখানে তিনি ভারতের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়, যাদের বেশিরভাগই ভারতীয় পর্যটক ছিলেন। আসিফ তার মন্তব্যে বলেন, 'আমরা গত তিন দশক ধরে আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলির জন্য এই নোংরা কাজ করেছি।' এই 'ভুল' কাজের জন্য পাকিস্তানকে ভুগতে হচ্ছে বলেও স্বীকার করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বিমেরুকৃত বিশ্বে আমেরিকা এবং সাবেক সোভিয়েত

ইউনিয়নের মধ্যে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' শুরু হয়। মার্কিন অক্ষের সদস্য পাকিস্তান ঠান্ডা যুদ্ধে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মার্কিন সেনা যখন আফগানিস্তান কার্যত দখল করে, তখনও আমেরিকার পাশে দাঁড়ায় পাকিস্তান। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পাকিস্তানের মন্ত্রী দাবি করেন, আফগানিস্তানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিল আমেরিকা।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা নিয়ে মুখ খুলে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতকেও দুষেছেন। তাঁর দাবি, পাকিস্তান এবং গোটা অঞ্চলে ভারত সমস্যা তৈরি করতে চাইছে। মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলার নেপথ্যে লশকর-এ-ত্যায়বার হাত রয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, 'লস্কর পুরনো একটা নাম। এটা এখন আর নেই। আমাদের সরকার এটার (পহেলগাঁও কাণ্ড) নিন্দা জানায়। পাকিস্তান কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের শিকার।'

পহেলগাঁওয়ে ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে লস্করের 'ছায়া সংগঠন' 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)। পাকিস্তানের মন্ত্রীর অবশ্য দাবি, তিনি কোনও দিন টিআরএফ-এর নাম শোনেননি। ভারত 'সামরিক প্রত্যাঘাত' করলে তার ফল দুই দেশের জন্যই ভয়াবহ হবে বলে সাবধান করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দু'টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘাত বাধলে তা সব সময়েই ভয়ের কারণ।'

অন্যদিকে, পাকিস্তান সরকারও এই ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, তসিন্ধু জল চুক্তির অধীনে পাকিস্তানের জলপ্রবাহ বন্ধ করা যুদ্ধের শামিল হবে,দ এবং তভারত পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে।দ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই হামলার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'পহেলগাঁওয়ের হামলাকারীদের পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করা হবে।' তিনি আরও জানান, ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম মোকাবিলায়। এদিকে, পাকিস্তানের এই মন্তব্য এবং কার্যকলাপ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভারত সহ অন্যান্য দেশগুলি পাকিস্তান থেকে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে।

পাকিস্তানিদের দ্রুত দেশে ফেরানোর নির্দেশ শাহের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: রাজ্যে থাকা পাকিস্তানিদের শনাক্ত করুন এবং দ্রুত তাঁদের দেশে ফেরানোর বন্দোবস্ত করুন। এই মর্মে দেশের প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন শাহ। সেখানেই তিনি জানান যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে কোনও পাকিস্তানের নাগরিক আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে তাঁকে শনাক্ত করতে হবে এবং পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হবে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শাহের এই কথোপকথনের বিষয়ে কেন্দ্র বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয় ২৫ জন পর্যটক-সহ মোট ২৬ জনের। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানের দিকেই আঙুল তুলেছে। কেবল তা-ই নয়, নিজেদের দাবির সপক্ষে কিছু তথ্যপ্রমাণও আমেরিকা,

ব্রিটেনের কূটনীতিকদের দেখিয়েছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রী।

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক পদক্ষেপ করে নয়াদিল্লি জানিয়ে দিয়েছে, সে দেশের নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ রাখা হচ্ছে। আগে দেওয়া ভিসাও বাতিল করার কথা জানিয়েছে ভারত। ভারত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যে পাকিস্তানিরা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন, তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। এই আবহেই এবার বিভিন্ন রাজ্যে থাকা পাকিস্তানিদের খুঁজে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিলেন শাহ।

এদেশে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকরা যাতে কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই দেশে ফিরে যান রাজ্যগুলিকে তা নিশ্চিত করতে বলেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন সব রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্স করেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এ রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জানিয়ে দিয়েছেন সাধারণ ভিসা যাদের রয়েছে সেই সব পাকিস্তানিদের ২৭ তারিখ ২৭ এপ্রিলের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। যারা মেডিক্যাল ভিসা অর্থাৎ চিকিৎসা করার জন্য এদেশে এসেছেন তাদের ২৯ এপ্রিলের মধ্য রাতের মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। শুধুমাত্র ডিপ্লোম্যাটিক অথবা লং টার্ম ভিসা নিয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের ভারতে থাকার আপাতত অনুমতি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে কী করতে হবে তার জন্য লিখিত নির্দেশিকা পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নবান্ন থেকে এই মর্মে জেলা প্রশাসনগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিস্ফোরণে উড়ল দুই লস্কর সদস্যের বাড়ি

বিশেষ অ্যাপের সাহায্যে বৈসরনে পৌঁছয় জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল: জম্মু-কাশ্মীরের ত্রালের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ২০ কিলোমিটার হেঁটে পহেলগাঁও পৌঁছেছিল জঙ্গিরা, সূত্রের খবর অন্তত তেমনই। শুধু তা-ই নয়, ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাতে সহজে বৈসরনে পৌঁছনো যায়, তার জন্য এক বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপের সাহায্য নিয়েছিল তারা। সেই অ্যাপ অনুসরণ করে পাইনের ঘন জঙ্গল পেরিয়ে বৈসরনে ঢুকে পর্যটকদের ওপর হামলা চালায় পাঁচ জঙ্গি।

সূত্রের খবর, যে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল জঙ্গিরা, সেটি হল 'আল্পাইন কোয়েস্ট'। এর আগেও জম্মুর জঙ্গলে হামলায় জঙ্গিরা এই অ্যাপই ব্যবহার করেছিল বলে ওই সূত্রের দাবি। নিরাপত্তাবাহিনীর নজর যাতে সহজে এড়ানো যায়, তাই জঙ্গলের রাস্তা বেছে নিয়েছিল জঙ্গিরা। কিন্তু পহেলগাঁওয়ের ঘন জঙ্গলে যাতে রাস্তা হারিয়ে না ফেলে, তাই এই অ্যাপের দেখানো পথ অনুসরণ করে তারা।

সূত্রের খবর, জঙ্গিরা যাতে গোয়েন্দাদের নজরদারিতে না আসে, তার জন্য পাক সেনাও মদত দিয়েছিল। পাক সেনার মদতেই এই বিশেষ অ্যাপ বানানো হয়েছে বলে দাবি। শুধু তা-ই নয়, এই অ্যাপ কী ভাবে কাজে লাগাতে হবে, নিরাপত্তাবাহিনী বা গোয়েন্দারা যাতে কোনও ভাবেই জঙ্গিদের গতিবিধি চিহ্নিত করতে না পারেন, তার জন্যও বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল হামলাকারীদের। আর এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানেই, সে দেশের সেনার তত্ত্বাবধানে।

সূত্রের খবর, আগামী জুলাইয়ে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। পাক জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির লক্ষ্য ছিল তার আগে কাশ্মীরে হামলা চালিয়ে পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। আর সেই লক্ষ্যেই পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি। এই হামলার দায় নিয়েছে লশকর জঙ্গিগোষ্ঠীর ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)। এই সংগঠনের 'হিট স্কোয়াড' এবং 'ফ্যালকন স্কোয়াড' এই ধরনের হামলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত বলে ওই সূত্রের খবর। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানোর পর ঘন জঙ্গল এবং পাহাড়ে লুকিয়ে পড়ারও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, টিআরএফের 'ফ্যালকন স্কোয়াড' অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। এই স্কোয়াড 'হিট অ্যান্ড রান' হামলায় দক্ষ। অর্থাৎ হামলা করেই পালিয়ে যাওয়ায় দক্ষ এরা। পহেলগাঁও হামলায় টিআরএফ-এর 'ফ্যালকন স্কোয়াড'-এর সদস্যরা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। হামলার ঘটনার পর তিন দিন কেটে গেলেও এখনও জঙ্গিদের হদিস মেলেনি। ২২ এপ্রিল হামলা চালিয়েই জঙ্গিরা ঘন পাইনবনে পালিয়ে গিয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। পাহেলগাঁও হামলায় অভিযুক্ত দুই

এরপর দুয়ের পাতায়

মুর্শিদাবাদের এসপি বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার পদে ছিলেন সূর্যপ্রতাপ যাদব। তাঁকে কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি আনন্দ রায়কে সালুয়া ইএফআরের থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন কুমার সন্নি রাজ। তিনি রাণাঘাটের পুলিশ সুপার পদে ছিলেন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি করা হয়েছে অমিত কুমার সাউকে। তিনি কলকাতা পুলিশের ডিসি (টিপি) পদে ছিলেন।রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের কিছু এলাকা। প্রাণহানির পাশাপাশি লুটপাট, ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তারই জেরে এই বদলি কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

শ্রীনগরে সেনাপ্রধান, রাহুলের দেখা উপরাজ্যপালের সঙ্গে

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৫ পর্যটক সহ ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শ্রীনগর পৌঁছন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেনাপ্রধান পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় পরিদর্শন করার কথা এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

এদিকে, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার ঘটনায় গোটা দেশকে একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পাশাপাশি, সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথাও বললেন তিনি। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়েছেন রাহুল। বৈঠক করেছেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে। বৈঠক শেষে রাহুল বলেন, 'সমাজকে বিভক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই পহেলগাঁওয়ের কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। জঙ্গিরা যা করার চেষ্টা করছে, তা রুখতে প্রত্যেক ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একজোট হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

গত মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২৫ জনই পর্যটক এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দা। ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স' (টিআরএফ)। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর কাশ্মীরিদের নিশানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রাহুল। তাঁর কথায়, 'কিছু লোক কাশ্মীর এবং দেশের বাকি অংশ থেকে আমার ভাইবোনদের (কাশ্মীরি) আক্রমণ করছেন। এটা দুঃখজনক। সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে হারাতে হবে আমাদের। সেই জন্য আমাদের এক হতে হবে।'

শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছে সেখানকার লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপরাজ্যপাল) মনোজ সিংয়ের সঙ্গেও দেখা করেন রাহুল। তাঁর কথায়, তিনি উপরাজ্যপাল এবং জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, কংগ্রেস তাঁদের পূর্ণ সমর্থন করবে। পহেলগাঁও কাণ্ডে আহতদের এক জনের সঙ্গে দেখাও করেন রাহুল। তিনি বলেন, 'আমি এখানে এসেছি কী ঘটেছে, তা বুঝতে এবং সাহায্য করতে। জম্মু ও কাশ্মীরের সব মানুষ এই ভয়াবহ ঘটনার নিন্দা করছেন। আমি চাই সকলে জানুক, আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছি।'

কংগ্রেস প্রথম থেকেই জানিয়েছে, পহেলগাঁওয়ের ঘটনার জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার যা পদক্ষেপ করবে, তাতে

এরপর দুয়ের পাতায়

ঘরের ছেলে ফিরবে কখন? উৎকণ্ঠায় পরিবার ফোনে আটক জওয়ানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেশের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, তারপর থেকে পূর্ণমের কোনও খবর নেই, রিষড়ার বাড়িতে রান্না বন্ধ, চিন্তায় পরিবার, বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছেন স্ত্রী রজনীও। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েছে।

উৎকণ্ঠায় কাটছে প্রতি মুহূর্ত। কাঁদতে কাঁদতে মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছেন পূর্ণমের মা দেবন্তী সাউ। 'ঘরের ছেলে ফিরবে কখন?' দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে সকলেরই। পুর্নমের বাড়ি রিষড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা এলাকায়। বাড়িতে পুর্নমের স্ত্রী, সাত বছরের পুত্র রয়েছে। এছাড়া বাবা, মা ও দাদা রয়েছেন।

দেশের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। তারপর থেকে পূর্ণমের কোনও খবর নেই। বৃহস্পতিবার দুই দেশের মধ্যে 'ফ্ল্যাগ মিটিং' হলেও পূর্ণমকে ফেরাতে উদ্যোগী হয়নি পাকিস্তান। পঞ্জাবের পাঠানকোটের ফিরোজগঞ্জ বর্ডারে পোস্টিং ছিল ২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউয়ের। ডিউটি করার সময়ে কিছুটা ক্লান্ত হয়েই একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই খবর জানার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে পরিবারের সদস্যদের। ছেলে কেমন আছে? কোথায় আছে? কী ভাবে আছে? কোনও উত্তর মেলেনি। পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ বলেন, 'ছেলেকে নিয়ে আমি এখন খুব চিন্তিত। ছেলের কোনও খবর আমি পাইনি। কারও সঙ্গে কথাও হয়নি। বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা হয়নি।'

ভোলানাথ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছে আবেদন করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। পাকিস্তানের ওপরে কোনও ভরসা নেই, ছেলের সঙ্গে অনেক কিছুই হতে পারে। আমার ছেলেকে যে কোনও প্রকারে ভারতে নিয়ে আসা হোক। আবার দেশের হয়ে লড়ুক সে।'

শুক্রবার তার পরিবারের সঙ্গে এসে দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, তিনি বলেন, 'আমরা আপনাদের পাশে আছি সব সময়।' পরিবারের লোকজন বলছেন, পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার খবর পাওয়ার পর পূর্ণমের ফোনে ফোন করেছিলেন তাঁরা। ফোন বেজে যায়। কেউ ফোন তোলেননি। আর এখন ফোন সুইচড অফ রয়েছে। পূর্ণমের স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি আশ্বাস দেন, পূর্ণমকে ফিরিয়ে আনতে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবেই বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Shubhankar De S/o. Kanai De ও Subhankar Dey S/o. K. L. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Sekh Rejaul Haq S/o. Sekh Liyakat Ali ও Rejaulhaql Sekh S/o. Liyakatali Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩১৮৩ নং এফিডেভিট বলে Baby Khatun W/o. Md Gulam Nabi ও Sabnam Parveen W/o. Md Gulam Nabi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Mujammil.

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rathin Dutta S/o. Rabindranath Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Rajanya Dutta D/o. Rathin Dutta ও Rajanya Datta D/o. Rathin Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Aurangzaib, S/o Allah Bukshs residing at 41, Ratu Sarkar Lane, shall henceforth be known as Md. Aurangzaib declared before the First Class Judicial Magistraite West Bengal vide affidavit no. 5385 February 25, 2025. Aurangzaib and Md. Aurangzaib are the same person and One Identical Person.

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২০২৫ Judicial Magistrate, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৫১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Farida Begam W/o. Sk. Golam Mostafa R/o. Digha, Dwarbasini, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Shaik Farhan (old name) S/o. Sk. Golam Mostafa নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Farhan (new name) নামে পরিচিত হইয়াছে। Shaik Farhan & Sk Farhan S/o. Sk. Golam Mostafa উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate 1st Court of Civil Judge (Sr. Divn) Paschim Midnapore
Succession Certificate
Case No. -07/2024

Biswajit Chakraborty, S/O -Lt. Krishnapada Chakraborty, Vill- Deora, P.O.-Rojganja, P.S.- Chandrakona Town, Dist-Paschim Medinipur ……………**Petitioner**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী **শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী**, পিতা- মৃত কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী, সাং-দেওরা, পোঃ-রাজগঞ্জ, থানা-চন্দ্রকোনা টাউন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, অত্র আদালতে মৃত কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী সাং-দেওরা, পোঃ- রাজগঞ্জ, থানা-চন্দ্রকোনা টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, অত্র মৃত **কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী** নামিত District Inspector of School (Primary Education) Paschim Midnapore, অত্র pension উক্ত অফিস হইতে দরখাস্তকারীর নামে পাইবার জন্য উপরিউক্ত মোকর্দ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন। নিম্নে schedule দেওয়া হইল। এই বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে নিজে উপস্থিত হইয়া অথবা আইনজীবি মারফৎ বক্তব্য বা আপত্তি জানাইবেন, নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা নিষ্পত্তি হইবে।

Schedule

1) Pension Rs.16,805/- per month, since February 2023 to June 2023 I.C 5 month & Rs.16,805 = **84,025.00/-** eying with the District Inspector of School (Primary Education), Paschim Midnapore having its office at Midnapore, P.O.- Midnapore, P.S.-Kotwali, Dist-Paschim Medinipore. 2) SB A/C No.-0433010006967 of UCO Bank Khirpai Branch, Dist-Paschim Medinipore, **Rs. 17,162.00/- Total 1,01187.00/-**

আদেশানুসারে
Laxman Sing (সেরেস্তাদার),
মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, ০১.০৪.২০২৫

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- শ্রী ধর্ম সাহা, সাং- ব্যানার্জ্জীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর বাসিন্দা। আমি নারায়ণ চন্দ্র সাহা, পিতা- মনোরঞ্জন সাহা, সাং- মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া'র বাসিন্দা। আমি তন্ময় কর্মকার, পিতা- তপন কর্মকার, সাং- মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এই তিনজন গত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখের এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২/২০২৫ নং দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই ৪নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল.আর. দাগ ১১৯৩ খতিয়ান নং ২২৭০, ২২৭১, ২২৭২, জমির পরিমান ৩০.৫৪ শতক। উক্ত স্বত্ত্বের পক্ষে ০৪/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৪৮/২০২৫ নং দলিল দ্বারা হাল সাং- ইদ্রাকপুর, পোঃ ইদ্রাকপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী শ্রী মানব ঘোষ, পিতা- শ্রী বিকাশ ঘোষ, কে ২.৪৭৫ শতক জমি বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **জান্নাতুন মুনতাহা** স্বামী ডাঃ হুমায়ন কবির সাং বাবলা বোনা পোঃ পি,টি, রসুলপুর ২/ **শিবরিনা বিবি** স্বামী আব্দুর রহমান সাং হাসানপুর ও ভগীরথ পুর সকলের থানা ডোমকল মুর্শিদাবাদ। ডোমকল মৌজাস্থিত ,৭১০দাগে জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটোনি হইতে জমি খরিদ করিয়াছে। যাহার নং IV 31/2009 পাওয়ার দাতা **বিকাশ কুমার জৈন** পিতা ভনয়ার লাল জৈন সাং পোঃ ডোমকল তিনি তাঁহার জমি তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার আদেশ প্রদান করেন।এই প্রদান কারীর নিকট জমি খরিদ করিয়া রেকর্ড জন্য BLRO দরখাস্ত করতে কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে কারো কোন আপত্তি থাকলে অদ্য 25/04/2025 হইতে 25/05/2025 এর মধ্যে BLRO আবেদন করিবেন। অন্যথায় নির্ধারিত সময় অতিক্রম হইলে অগ্রাহ্য হইবে।

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি নির্মলা রায়, স্বামী - পরেশ নাথ রায়, সন্ধ্যা রায়, স্বামী - অসীত কুমার রায়, পূর্নিমা রায়, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, সঞ্জয় রায়, পিতা - কার্তিক রায়, দেবযানী রায়, স্বামী - নিমাই রায়, স্নিগ্ধা রায়, পিতা - নিমাই রায়, সঞ্জিব রায়, পিতা - শিবকুমার রায় উভয়ে একত্রে জে.এল. নং - ৭১ হরাল মৌজায় ৬/১/২০২২ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২ নং আমমোক্তার বলে সূর্য রায় কে উক্ত মৌজায় ১৪৫৭ খতিয়ান হইতে হাল ৪ দাগে ও ৫ দাগে এছাড়া জেল.এল. নং - ৬৯ বিলসরা মৌজা ৩৬১ খতিয়ান হইতে হাল ১৭২২, ১২৪৮, ১৬৬৭, ২১৬৭ ও ১০৮২ দাগে আমাদের প্রাপ্ত জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

নির্মলা রায়
পান্ডুয়া, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, শ্রী অশোক আগরওয়াল পিতা প্রয়াত মহাদেও প্রসাদ আগরওয়াল, দুইটি দান দলিল নং ১৬০৩১৮২৩১ তারিখ ০৫.১১.২০২৪ এবং ১৬০৩১৮২৩৯ তারিখ ০৫.১১.২০২৪ আমার অনুকূলে সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস নং ৭১২, পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (৬৯৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৭ম তলে, ২২৪, এ জে সি বোস রোড, কৃষ্ণ বিল্ডিং, কলকাতা : ৭০০০১৭ স্থানান্তরিত / হারিয়ে গিয়েছে এবং ০৮.১১.২০২৪ তারিখ থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করেয়া থানায় জেনারেল ডায়েরি, উল্লেখ্য জি ডি এন্ট্রি নং ১৬৩৪ তারিখ ২১.০৪.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে অফিস নং ৭১২, ৭ম তল, ২২৪, এ জে সি বোস রোড, কৃষ্ণ বিল্ডিং, কলকাতা : ৭০০০১৭ ঠিকানায় বা ইমেল **ashokeagarwal@hotmail.com** বা মোবাইল নং ৯৮৪৫০৪১৫৫৯-এ জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-. **অশোক আগরওয়াল**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী চম্পক দাঁ, পিতা শ্রী অতিন কুমার দাঁ, গ্রাম-বোরলবান্দী, পোঃ-কাকাটিয়া, থানা- পাত্রসায়ের, জেলা-বাঁকুড়া-র নিবাসী গত ইং ২৬.০৬.২০২৪ তারিখের সোনামুখী A.D.S.R. অফিসের ১৬৫৯ নং কোবালা দলিল মূলে পাত্রসায়ের ব্লকের অন্তর্গত কেন্দগড়ে মৌজায় (জে.এল. নং-১৭) বিক্রেতাগন শ্রীমতী রীনা দানা, শ্রীমতী শমিতা দাঁ ও শ্রীমতী নন্দিতা সামন্ত-প্রত্যেকের পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তাকৃত ব্যাক্তি শ্রী সুপ্রভাত বাগ, পিতা-মৃত মন্টুপদ বাগ এর নিকট হইতে ১২.০৬.২০২৪ তারিখের সোনামুখী A.D.S.R. অফিসের ২১ নং আমমোক্তার দলিলমূলে উক্ত মৌজায় ২৬৭, ২৮৩, ৩৫১, ৩৫৬ ও ৩৬২ নং দাগে কিছু জায়গা ক্রয় করেন যাহা পূর্বে ২৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত ছিলো বর্তমানে ৬৭১, ৬৭২ ও ৬৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত। বর্তমানে ক্রেতা শ্রী চম্পক দাঁ তার খরিদা জায়গা নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে পাত্রসায়ের বি.এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত তথ্যপ্রমানাদি লইয়া ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬ শে এপ্রিল, ১২ই বৈশাখ । শনি বার। চতুর্দশী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্রর দশা, বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস। স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার প্রয়াণ দিবস। ভোলানন্দগিরি মহারাজ র প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নন্দী মহারাজকে রক্ষা করতে মাথা ফাটে তফসিলি শিশুদের, বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘাটালে নন্দী মহারাজকে ঘিরে উত্তেজনার আবহে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্টে তিনি একে 'মমতা পুলিশের বর্বরতা' বলে আখ্যা দেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর অভিযোগ তুলে ধরেন।

শুভেন্দুর অভিযোগ, 'নন্দীগ্রামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার ঘাটালে। চারজন জেহাদি মিলে নন্দী মহারাজ (ষাঁড়) কে চুরির আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এলাকার সচেতন সনাতনীরা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তবুও জেহাদিরা ষাঁড়টির লেজ কেটে পালাতে সক্ষম হয়।' এই ঘটনার পর ঘাটালের তিন-চারটি গ্রামের সনাতনী তফসিলি পরিবার কাজিরহাট বল গ্রাউন্ডে আলোচনার উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত করেন। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ঠিক তখনই মমতা পুলিশের আসল চেহারা সামনে আসে। যেখানে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের সময় পুলিশ নিখোঁজ থাকে, জঙ্গিপুরে জেহাদিদের দেখে সাটারের তলায় ঢুকে পড়ে, সেখানে সনাতনীদের প্রতিবাদ দেখেই তাদের বিরুদ্ধে লাঠি উঠিয়ে দেয় মমতা পুলিশ।' তিনি আরও লেখেন, 'অত্যাচারের সব সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ ছোট্ট বাচ্চাদের মাথা ফাটিয়ে দেয়। রোহিত দলুই নামে একটি শিশু রক্তাক্ত হয়েছে। মহিলাদেরও পুরুষ পুলিশ মারধর করেছে। আহত হয়েছেন প্রায় ১০-১২ জন।' এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শুভেন্দু স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' তার কথায়, 'জেহাদিদের নন্দী মহারাজের ওপর কালো দৃষ্টির ফল একদিন তাদেরই ভয়ঙ্করভাবে ফিরে আসবে।'

রাহুল গান্ধীকে নিজের ইতিহাস ভুলে যাওয়া উচিত নয়: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে, তখন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল আবারও রাজনীতির মাঠে এক তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীর দিকে। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধী যে কাশ্মীর সফরে গিয়েছেন, সেটি শুধু 'নূন্যতম' দায়িত্ব পালন, কিছুই নয়। তিনি বলেন, 'এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, একজন বিরোধী নেতা হিসেবে সংসদে থাকা অবস্থায় তিনি কাশ্মীর যাবেন, কিন্তু এটাই ছিল তাঁর নূন্যতম কাজ।' অগ্নিমিত্রা পল আবারও মনে করিয়ে দেন, 'যে কাশ্মীরের সমস্যার মূল কারণ ভারতীয় রাজনীতির এক ডার্ক অধ্যায়, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু।' তাঁর মতে, 'যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি আমাদের দেশ আজ, তা সকলেই জানে। পুলওয়ামা, বালাকোট, উরি, কার্গিল যুদ্ধের পিছনে অবদান ছিল কংগ্রেসের, বিশেষত নেহরু ও গান্ধী পরিবারের।' তিনি আরও বলেন, 'কাশ্মীরের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল নেহরুর হাতেই। তাঁর কারণেই দেশ বিভক্ত হয়েছিল।' এছাড়াও রাহুল গান্ধীকে এক অনুঘটক হিসাবে উপস্থাপন করে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'রাহুল, তোমার পরিবারই তো এই দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তাই তুমি কোনোদিন দেশপ্রেমের পরিচয় দাওনি। দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা তোমাদের জন্য সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'রাহুল গান্ধীকে ইতিহাস ভুলে গিয়ে আমাদের দেশ এবং জাতির প্রতি সম্মান জানাতে হবে, এবং তাকে আরও 'বিশ্বস্ত' প্রমাণ করতে হবে যে তিনি 'দেশবিরোধী' নন।' অগ্নিমিত্রার এই মন্তব্যগুলো আবারও রাজনীতির মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চলেছে, যা নিত্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

ফের হাওড়ায় নতুন দায়িত্ব নিয়ে পুরনো দলে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত মেনটর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে তিনি জেলা পরিষদ অফিসে পৌঁছানোর আগে রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা জমায়েত হন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর প্রিয় নেতাকে সামনে থেকে দেখতে পেয়ে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রচুর কর্মী সমর্থক মিছিল করে এসে জেলা পরিষদ অফিসের সামনে উপস্থিত হন এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আমি যথাযথভাবে পালন করব। হাওড়া জেলা পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সব রকমের উন্নয়নমূলক কাজ করব এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব।' তিনি আরও জানান, জেলা পরিষদের উন্নয়ন ও জনগণের সেবায় তিনি সদা প্রস্তুত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে কাজ করবেন। এদিনের জমায়েতে তার প্রতি কর্মী সমর্থকদের ভালোবাসা এবং আস্থা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এলাকার মানুষের গভীর আস্থাকে প্রদর্শন করে।

আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন বঙ্গ তনয়া আলিয়া কাঁকারিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিয়া কাঁকারিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মেয়ে, যিনি যেকোনো বয়সের বিভাগে স্কোয়াশ জাতীয় শিরোপা জিতেছেন। তিনি ৬ বছর বয়সে স্কোয়াশ খেলা শুরু করেছিলেন। গত ২ বছর ধরে, তার কোচ সন্দীপ যাদবের সুদক্ষ নির্দেশনায় এবং তার পরিবারের পূর্ণ সহায়তায়, তিনি কঠোর অনুশীলন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তার খেলা উন্নত করেছেন। আরপিজিআইএস, কলকাতার ছাত্রী, তিনি তার স্কুল থেকে প্রচুর সমর্থন পেয়েছেন। সারা ভারতে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে, তিনি মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এডিনবার্গে তার প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট-স্কটিশ জুনিয়র ওপেনহেল্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই টুর্নামেন্টে ৩০ টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের শীর্ষ খেলোয়াড়দের হারিয়ে রানার্স আপ হয়েছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বার্মিংহামে মর্যাদাপূর্ণ ব্রিটিশ জুনিয়র ওপেনহেল্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মালয়েশিয়ার শীর্ষ খেলোয়াড়দের হারিয়ে নবম স্থান অর্জন করেছিলেন। আলিয়া সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত (টুঙ্গুজ্জ্র আন্তর্জাতিক জুনিয়র ওপেন স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ফাইনালে মালয়েশিয়ার বর্তমান এশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড়কে হারিয়ে তার প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জিতেছেন।

গরমে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাঁসফাস গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা লাফিয়ে বাড়ছে। রাজ্যে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা ১০ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অধীনে থাকা এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ১০ হাজার ৯০ মেগাওয়াটে পৌঁছে যায়। চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের জারি করাএক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ওইদিন সিইএসসি এলাকায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ২ হাজার ৫০৭ মেগাওয়াট।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৬ জুন রাজ্যে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা পৌঁছেছিল ১০ হাজার ৫০৭ মেগাওয়াট। যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সর্বাধিক । তবে চলতি বছর এপ্রিলেই সেই রেকর্ড ছোঁয়ার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে । বিদ্যুৎ দফতরের মতে, এপ্রিলেই যখন চাহিদা ১০ হাজার মেগাওয়াট ছাড়াচ্ছে, তখন মে-জুনে তা ১১ হাজার ছুঁয়ে যেতে পারে। তবু এখনও পর্যন্ত সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই।বিদ্যুতের এই বেড়ে চলা চাহিদা সামলাতে রাজ্য সরকার সক্রিয়।

কাশ্মীর থেকে ফিরে চোখেমুখে আতঙ্ক, হৃদয়বিদারক বর্ণনায় বাঁকড়ার মোল্লা পরিবার

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

কাশ্মীরের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার দিন পহেলগাঁওতে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাঁকরা এলাকার বাসিন্দা নুরজ মোল্লা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। আজ তাঁরা বাড়ি ফিরলেও আতঙ্কের ছাপ এখনও স্পষ্ট তাঁদের চোখেমুখে। যে মুহূর্তে বৈসরন ভ্যালির দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা, মাত্র এক কিলোমিটার দূরেই জঙ্গি হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় হুড়োহুড়ি। পর্যটকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চরম আতঙ্ক। যে যেভাবে পারেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়ান। কিন্তু সেদিন রাস্তাঘাট ছিল শুনশান, দোকানপাট বন্ধ, যানবাহনের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গোটা এলাকায় সেনাবাহিনীর টহল, আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর কাটছে।

পরিবারের মোট ১০ জন সদস্য সেদিনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কাটিয়ে শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা এককথায় মর্মান্তিক। তাঁরা বলছেন, ওই মুহূর্তে কেউ ভাবতেও পারেননি বেঁচে ফিরে আসতে পারবেন। এখন তাঁদের একটাই দাবি, সরকার যেন উপযুক্ত জবাব দেয় এই ঘটনার। পরিবারের সদস্যা ঝুমকি মিদ্দে বলেন, '২১ এপ্রিল রাতে আমরা কাশ্মীরে পৌঁছাই, ২২ এপ্রিল সকাল থেকে ঘোরাঘুরি শুরু করি। চন্দনওয়ারি, বেতাব ভ্যালি ঘোরার পর শেষ গন্তব্য ছিল মিনিসোজা ল্যান্ড। হোটেল থেকে বেরিয়ে মাত্র এক কিলোমিটার গেছি, তখনই ড্রাইভার জানান কিছু একটা ঘটেছে। প্রথমে আমরা বিশ্বাস করিনি। পাশেই থাকা আরেকটি পরিবার দৌড়ে এসে জানায় হামলার খবর। তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তায় মানুষ নেই, শুধু সেনাবাহিনী আর হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে। আমাদের হোটেল ঘিরে ফেলে, বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। দুপুরের খাবার পর্যন্ত জোটেনি। হোটেল মালিকও হাত তুলে দেয়। শিশুরা কাঁদছিল, খাবার চেয়ে বসেছিল। তখন বুঝেছিলাম কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। শুধু আমরা নয়, হোটেলের সকল পর্যটক সেই ভয়াবহ সময় পার করছেন। তখন আমার স্বামী ফোন করে জানান, পরিবারের লোকজন খুব চিন্তায় আছে। এমপিও ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমাদের অবস্থার কথা।' নুরজ মোল্লা বলেন, 'ঘটনার খবর পাওয়ার পর বাবাকে ফোন করেছিলাম। তখন আমাদের উপর মানসিক চাপ ভয়াবহ রকমের বেড়ে যায়। একদিকে চারপাশের নিস্তব্ধতা, অন্যদিকে হেলিকপ্টার ঘোরাফেরা, আমরা জীবনে এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। স্থানীয় ট্যাক্সি মালিকদের অনুরোধ করেও গাড়ি জোগাড় করতে পারিনি। হোটেল মালিক বলেছিলেন, ভোর ৭টায় গাড়ি আসবে, কিন্তু একটাও গাড়ি আসেনি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। এটা কোনো ভারতীয় মানসিকতা হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে রুখে দাঁড়ানো উচিত। এই ঘটনার সুবিচার চাই। যারা এই কাজ করেছে, তারা মানুষ নয়। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা সন্তানকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁদের এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে, এটা ভাবলেও শিউরে উঠছি।' ঝুমকি মিদ্দে আরও বলেন, 'পর্যটনে গিয়ে এমন একটা ভয়াবহ পরিবেশে পড়ব, কেউ কল্পনাও করেনি। ঘটনার দিন সকালে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলাম, সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ হামলার খবর। ভয় আর উৎকণ্ঠায় হোটেলে ফিরে আসি। চারদিক বন্ধ, রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স, হেলিকপ্টার, সেনাবাহিনী। ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব, কী করব বুঝতে পারিনি। আমরা এখনো আতঙ্কে কাঁপছি। এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক, দোষীদের শাস্তি হোক, এটাই চাই।' একটি পর্যটন সফর জীবনের ভয়াবহ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে বাঁকরার এই পরিবারটির কাছে। জঙ্গি হামলার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেও সেই মুহূর্তের আতঙ্ক এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদের। সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, এই ঘটনার যেন কঠোর জবাব দেওয়া হয় এবং দেশবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

শ্রীনগরে সেনাপ্রধান, রাহুলের দেখা উপরাজ্যপালের সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

তারা সমর্থন জানাবে। বৃহস্পতিবার সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার। সেই বৈঠক শেষেও রাহুল জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যা-ই পদক্ষেপ করুক, তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বিরোধীদের। শুক্রবার কাশ্মীরে গিয়ে সেই বার্তাই আরও একবার দিলেন বিরোধী দলনেতা।

বিশেষ অ্যাপের সাহায্যে বৈসরনে পৌঁছয় জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি আদিল হুসেন ঠোকার ও আসিফ শেখের বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে গেল তাদের ঘর দু'টি। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের দক্ষিণাংশে বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ হয় দু'টি বাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বাড়িতে আগেই পুঁতে রাখা ছিল বিস্ফোরক। নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশিতে গেলে সেটি ফেটে যায়।

ধ্বংস হওয়া একটি বাড়ির মালিক আসিফ শেখ কাশ্মীরের ত্রালের বাসিন্দা। অন্যদিকে আদিল ঠোকার আনন্তনাগের বিজবেহারা ব্লকের বাসিন্দা, যে কিনা পহেলগাম হামলার মূল অভিযুক্তদের অন্যতম। পুলিশের 'মোস্ট ওয়ানটেড' তালিকায় ঠোকারের নাম রয়েছে; তার খোঁজ দিলে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আদিল ২০১৮ সালে পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। পরে কাশ্মীরে ফিরে পাকিস্তানি জঙ্গিদের স্থানীয় গাইড হিসেবে কাজ করছিল। হামলায় অংশ নেওয়া জঙ্গিরা যুদ্ধ প্রশিক্ষিত ছিল, দাবি পুলিশের। এই মামলায় আরও তিনজন পাকিস্তানি জঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয়েছে; হাশিম মুসা ওরফে সুলেমান, আলি তালহার, এবং এক অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি। মুসা ও তালহার কাশ্মীর উপত্যকায় আগেও একাধিক হামলায় যুক্ত ছিল। তদন্তকারীদের ধারণা, এদেরই নেতৃত্বে পহেলগাঁও হামলা চালানো হয়।

প্রায় দেড় বছর আগে পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল হাশিম মুসা এবং আলি ভাই ওরফে তালহা। তদন্তকারীদের সূত্র বলছে, সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমে ভারতে এসেছিল মুসা। তার পরে আলি। তাদের স্থানীয় এলাকা, পথঘাট চিনিয়েছিল দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা আদিল হুসেন ঠোকর। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ বলছে, এই তিন জনই পহেলগাঁওয়ে হামলার সঙ্গে জড়িত। তাদের স্কেচও প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তিন জনের খোঁজে চলছে অভিযান।

পুলিশের একটি সূত্র বলছে, প্রায় দু'বছর ধরে কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় ছিল মুসা এবং আলি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম তদন্তকারীদের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ ভারতে প্রবেশ করেছিল মুসা। তার ওপরে মূলত বদগাঁও এলাকায় সক্রিয় থাকার ভার পড়েছিল বলে খবর। তদন্তকারীদের একটি সূত্র বলছে, আলি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল মুসার পরে। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে দাচিগাঁও জঙ্গলে সে সক্রিয় ছিল। এই দাচিগাঁও জাতীয় উদ্যান ত্রালের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার ঘন পাহাড়ি জঙ্গল পহেলগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত। তদন্তকারীদের একটি সূত্র মনে করছে, এই জঙ্গলের পথ ধরেই পহেলগাঁও পর্যন্ত যাতায়াত করত জঙ্গিরা। ক্রমে সেই পথ তাদের চেনা হয়ে যায়। আর এতে তাদের সাহায্য করেছিল আদিল।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০১৮ সালে এক বার পাকিস্তানে গিয়েছিল স্থানীয় গাইড আদিল। গত বছর সে আবার কাশ্মীরে ফিরেছিল। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের বিজবেহারার গুরে গ্রামের বাসিন্দা সে। তদন্তকারীরা মনে করেন, পাকিস্তানে 'প্রশিক্ষিত' জঙ্গিদের কাশ্মীরের পথঘাট চিনিয়ে দিয়েছিল সে। পহেলগাঁওয়ের বৈসরন এলাকায় বহু বার তারা রেকি করেছিল বলেও মনে করছে পুলিশ।

দক্ষিণ কাশ্মীরের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে তিন জনের স্কেচ তৈরি করা হয়েছে। সেই ছবি স্থানীয়দের দেখানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিচিত জঙ্গিদের ছবিও দেখানো হচ্ছে স্থানীয়দের। হামলাকারীদের সঙ্গে ওই জঙ্গিদের কোনও মিল রয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের নজরে রয়েছে চতুর্থ এক জঙ্গি। সে স্থানীয় নাকি বিদেশি, তা খোঁজ করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র একটি সূত্র বলছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ৪২ জন স্থানীয়ের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েক জনের বয়ান সংগ্রহ করা হবে বলে খবর।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ১২ বৈশাখ, শনিবার

জাতীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্টে পুলিশের উপর জনগণের আস্থা হ্রাস

মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিশনের একটি তদন্ত কমিটি, যার নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি বিজয়া রহাটকর, আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়ে অসহায় নারী ও মেয়েদের নির্মম অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকার নিয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে, নারীরা এ সহিংসতার শিকার হয়ে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুর্শিদাবাদের দাঙ্গার ফলে নারীরা বিশেষত শারীরিক সহিংসতা, যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের হুমকির শিকার হয়েছেন। অনেক নারীকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে আক্রমণ করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের মেয়ে বা মেয়েদের ধর্ষণের জন্য পাঠাতে বলা হয়েছে। এসব নারীর জন্য মানসিক, শারীরিক ও আবেগিক আঘাত দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মত কমিশনের। একইসঙ্গে তাদের মানবাধিকার ও মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে। কমিটি আরও জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। এলাকায় বিদ্যমান উত্তেজনা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং দাঙ্গার সময়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। ঘটনার সময়, হিন্দুদের বাড়ি ও ব্যবসা লক্ষ্য করে বিশেষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রশাসনিক নজরদারির অভাব এবং উগ্র ধর্মীয় উপাদানগুলোর উপস্থিতি পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে। কমিটি উল্লেখ করেছে যে, মুর্শিদাবাদের নারীরা বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন এবং তাদের ওপর ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ঘটনা একাধিক বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ট্রমার চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক নারী তাদের স্বামী বা সন্তানকে হারিয়েছেন এবং তাদের বাড়ি আগুনে পুড়ে বা ভাঙচুর হয়েছে।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্য সরকার নিজের ১২ এপ্রিল হাইকোর্টে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল, তাতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার

পরিস্থিতির তীব্রতা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিল। তবে, তারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা ও অল্প সময়ে তৎপরতা না দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, দাঙ্গাকারীদের প্রতি পুলিশের নমনীয় মনোভাবের অভিযোগ উঠেছে, যা রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জনগণের মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল হয়েছে। তাই তারা নিরাপত্তা পেতে বিএসএফ বা সিআরপিএফ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়েছে। ১৯ এপ্রিল রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি আবেদন করলেও, এখনও তিনি আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেননি বা আহতদের সঙ্গে দেখা করেননি। তদন্ত কমিটি এও জানায়, যারা বিপন্ন পরিবারগুলোর সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে হুমকি ও ভয় দেখানো হয়েছে। রাজ্য সরকারও তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করেনি, এবং শীর্ষ কর্মকর্তারা তদন্তে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যা সরকারের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার অভাবকে প্রতিফলিত করে। মালদা জেলায় রিলিফ ক্যাম্পের পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্বিসহ। সেখানে বেসিক সুবিধার অভাব রয়েছে, খাবার, জামাকাপড়, পানীয় জল, শৌচাগার ও চিকিৎসা সেবা না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো চলমান দুর্দশায় ভুগছে। রাজ্য সরকার এর কোনো মান্য সহযোগিতা প্রদান করেনি, ফলে অসহায় পরিবারগুলো আরও অব্যাহতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এই রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদের দাঙ্গার পর প্রশাসনিক ব্যর্থতা, পুলিশি উদাসীনতা এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং মানবাধিকারকে বিপর্যস্ত করবে।

এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুললেন চাকরিহারারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুলে নিলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। এবার তাঁদের অবস্থান চলবে শহিদ মিনারে। আংশিক দাবি পূরণ হওয়ায় গরমের ছুটির আগে পর্যন্ত স্কুলে যাবেন যোগ্য শিক্ষকেরা। তবে যোগ্য হয়েও যাঁদের নাম এসএসসির তালিকায় আসেনি, তাঁদের অধিকারের জন্য আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানান চাকরিহারা শিক্ষকরা। 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দু'দিন সময়ও দেওয়া হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে বিকাশ ভবন অভিযান করবেন বলেও জানান তাঁরা।

যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে গত সোমবার থেকে এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। তবে সেদিন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। পরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, এভাবে তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। তবে পরে কারা স্কুলে যোগ দিতে পারবেন, সেই তালিকা ডিআই-দের পাঠানো হয়। তারপরই এদিন এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার কথা জানান চাকরিহারা শিক্ষকরা। চাকরিহারা শিক্ষকদের তরফে মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে অবস্থান চালাচ্ছিলাম। যে দাবিগুলি নিয়ে অবস্থান চালাচ্ছিলাম, তার আংশিক পূরণ হয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত একটা গন্ডগোল রয়েছে। আমরা যোগ্যদের একটা তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলাম। সেই তালিকা ডিআই অফিসগুলিতে গিয়েছে। কিন্তু, এই তালিকা যে দায়িত্বের সঙ্গে করা উচিত ছিল, তা হয়নি। শিক্ষকদের রেকর্ড রাখে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সেই কাজ করতে বলা হয়েছে, কারণ তারা সুপারিশ করে। সেখানে কিছু ভুল রয়েছে। কারণ, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের পরও হয়তো কেউ চাকরি করেননি, তাঁর নামও চলে এসেছে। অযোগ্য হিসেবে পরিচিত হয়েছে, তাঁর নামও চলে এসেছে। আবার যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে। অনেকে স্কুল পরিবর্তন করেছিলেন, তাঁদের নামও বাদ গিয়েছে। ফলে একটা বড় অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম নথিভুক্ত করা হয়।'

সুপার নিউমেরি পোস্ট নিয়ে হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ তোলার আর্জি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে আদালত যে স্থগিতাদেশ দিয়েছে, তা তুলে নিতে হবে, এমনই দাবি জানানো হল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা হলফনামা দিলে হবে না। লিখিত আবেদন করতে হবে রাজ্যকে।

রাজ্য সরকার সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করায় আগেই মামলা হয়েছিল। তখন রাজ্যের নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে এই মামলাই যায় সুপ্রিম কোর্টে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এরপরই হাইকোর্টে আর্জি, সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করতে দিতে হবে। শুক্রবার বিচারপতি বসুর বেঞ্চে রাজ্য জানায়, সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকায় নিয়োগ সম্ভব নয়। রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, ২০২৩-এর ১৮ এপ্রিল হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হলে রাজ্য এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এরপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানতে চান, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের কী বক্তব্য ছিল। বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেন, আপনারা কি আজ এই মুহূর্তে চাকরি দিতে প্রস্তুত কি না সে ব্যাপারেও। এরপর বিচারপতি বলেন, 'কোনও মৌখিক আর্জি নয়। আপনারা আবেদন করুন। আমি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। শুধু জানতে চাইছি শীর্ষ আদালত কী কী ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে।' এদিকে মূল মামলাকারীর আইনজীবী জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্তে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের কী বক্তব্য সেটাও জানতে চান বিচারপতি। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, তারা হলফনামা জমা দিতে চায়। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৬ মে মামলার পরবর্তী শুনানি।

কাশ্মীর বদলেছে, তবে ষড়যন্ত্র এখনও জিইয়ে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরে সন্ত্রাস ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে, এই প্রেক্ষাপটে উপত্যকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য এবং চক্রান্তকারীদের সক্রিয়তা দুই-ই তুলে ধরলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, '৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের পর বদল এসেছে। যারা একসময় পাথর ছুঁড়ত, তারাই আজ মানবিকতার ছবি দেখ াচ্ছে। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, লাইভে বলছে, আমরা দোষী নই, যারা করেছে তারা দেশদ্রোহী।' তিনি জানান, 'গত পাঁচ-ছয় বছরে নিজে দু'বার কাশ্মীর গিয়েছেন। একবার লেহ-লাদাখ, একবার অমরনাথ, সব জায়গা ঘুরেছি। বালতাল থেকে সকাল ৮টায় বেরিয়ে ১১টায় শ্রীনগর পৌঁছেছি, রাস্তাঘাট একদম পরিষ্কার। গাড়ি চলছে, মানুষ সহানুভূতিশীল। এটা নতুন কাশ্মীর।' দিলীপের মতে, 'এখন আর হাতে বন্দুক নয়, হাতে কাজ। বিরার রেল প্রকল্প থেকে শুরু করে নানা উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় যুবকদের কাজ মিলছে। গোলাগুলি নেই, পঞ্চায়েত হয়েছে, পার্লামেন্ট হয়েছে, সরকার গঠিত হয়েছে। এখন রাজ্য সরকার গঠনের পালা। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিলে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আরও সুসংহত হবে। তবে ষড়যন্ত্র রয়ে গেছে।' দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'যুব সমাজকে ফের বিপথে চালাতে ডলার আর ড্রাগস নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যারা ৪০ বছর ধরে সন্ত্রাসে ভুগিয়েছে, তারাই আবার মাথা তুলছে। কারণ মোদী সরকার সাপের ফণা কুচলে ফেলেছে, এখন ল্যাজটা নড়ছে।' তিনি আরও বলেন, 'দেশ ও সরকারের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে। গত তিন বছর ধরে প্রতিবছর প্রায় দেড় কোটি মানুষ কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন। গোটা পথজুড়ে কোথাও কোনও নিরাপত্তার সমস্যা নেই। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সহযোগিতার মানসিকতা স্পষ্ট। হোটেলগুলো পূর্ণ, পর্যটনে ভরপুর উপত্যকা। এতদিন যাঁরা সন্ত্রাসের ভয় দেখাতেন, আজ তাঁদের জায়গা দখল করেছে উন্নয়ন আর আস্থা। এই শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে যারা সক্রিয়, তাদের রুখতে কেন্দ্র সরকার যে কঠোর পদক্ষেপ নেবে, তা বলাই বাহুল্য।'

ববিতার নাম বাতিলের নির্দেশ এসএসসি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা থেকে ববিতা সরকারের নাম বাদ দিতে নির্দেশ দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। পাশাপাশি ববিতা সরকারের নাম বাদ দিতে বলে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠিও পাঠাল এসএসসি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার পর এসএসসি জেলা শিক্ষা দপ্তরগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে তালিকা পাঠিয়েছে, তাতেও আবার দেখা গিয়েছে মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের নট টেন্টেড শিক্ষিকাদের তালিকায় ববিতার নাম রয়েছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

সূত্রে খবর, তালিকা থেকেই নাম বাদ দেওয়ার জন্য এসএসসির তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে। টেকনিক্যাল বা যান্ত্রিক সমস্যার জন্য এই ভুল বলে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে এসএসসি। ববিতা সরকারের পাশাপাশি আরও কয়েকজনের নামের ক্ষেত্রেও এই ভুল হয়েছে এসএসসির বলে স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর। তাঁদেরও নাম বাদ দেওয়ার কথা এসএসসি তরফে জানানো হচ্ছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে। প্রসঙ্গত, আদালতের রায়েই বিধায়ক তথা প্রাক্তন রাজ্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারির মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে সরিয়ে তার জায়গায় কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষিকা হয়েছিলেন ববিতা সরকার। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছিল। আবার আদালতের রায়েই বছর দুয়েক আগে ববিতা সরকারের চাকরি যায়। তা নিয়েও রাজ্য শিক্ষা মহলে কম আলোচনা হয়নি।

পহেলগাঁও হামলার নিন্দার 'অপরাধে' ধর্ষণের হুমকি! ক্ষুব্ধ সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুতে দেশজুড়ে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে। বিভিন্ন মহল প্রতিবাদ জানালেও একটি ঘৃণ্য ঘটনা উঠে এসেছে, যেখানে কাশ্মীর হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধর্ষণের হুমকি পেয়েছেন অশোকনগরের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা দত্ত। অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কাশ্মীর হামলার বিষয়ে পোস্ট করার পর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সদস্য তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেন। প্রিয়াঙ্কা দত্ত একটি ভিডিওতে জানিয়েছেন, তিনি কাশ্মীর হামলার প্রতিবাদে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করেছিলেন। সেখানে বেশ কিছু সমর্থন ও নেতিবাচক মন্তব্যের পাশাপাশি তাঁকে দুজন ব্যক্তি গালিগালাজ করেন। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ অভিযোগ, তাঁকে মেসেজ করে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'মেসেজে এসে ভুলভাল লিখছে, রীতিমতো রেপ থ্রেট দেওয়া হচ্ছে আমাকে। তোকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাব... এমনকি মেসেঞ্জারে কল করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' প্রিয়াঙ্কা আরও জানান, হুমকি দাতাদের মধ্যে একজন বিএসএফ-এ চাকরি করেন, অন্যজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। যুবতী জানান, যদিও তিনি নিজেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে সমর্থন করেন, কিন্তু তাদের এই আচরণে তিনি মর্মাহত। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'তারা কি এই শেখায় যে মেয়েদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হবে?' এরপর, ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এবং নেটিজেনরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। প্রিয়াঙ্কা তার পোস্টে আরও বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে থানার ওসি সহ ৭-৮ জন অফিসার আমার বাড়িতে এসে আমাকে ভিডিও ডিলিট করতে বাধ্য করেন, না হলে আমার পরিবারকে ক্ষতি হতে পারে বলে ভয় দেখানো হয়।'

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে সুকান্ত লেখেন, 'নারীর অধিকারের পক্ষকাররাই আজ চুপ কেন? কোথায় গেল 'অউরত জাগে গি'-র দাবিদাররা?' তিনি রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ পার্টির অনুগত 'ফ্যাক্ট-চেকিং বট' না হয়ে প্রকৃত তদন্ত করুন। আপনাদের নীরবতা মানেই যোগসাজশ। এখনই চিহ্নিত করুন, কারা এই হুমকিদাতারা? কাদের ছত্রছায়ায় এরা রাজনৈতিক শক্তিতে জঙ্গি ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে?' সুকান্ত মজুমদারের কড়া বার্তা, 'এই জঘন্য মানসিকতার কোনো জায়গা নেই ভারতের মাটিতে। সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থক ও ধর্ষণ হুমকিদাতাদের প্রতি কোনওরকম সহানুভূতি নয়। এখনই কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। নাহলে আগামীকাল আপনাদের কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ করে দেওয়া হবে।'

জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে মমতার সরকারকে হটাতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'শুধু স্লোগান দিয়ে মমতার সরকারকে সরানো যাবে না। জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে মমতার সরকারকে হটাতে হবে।' শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, আন্দোলনরত যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকরা হাতাহাতিতে জড়িয়েছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, আন্দোলন ভেস্তে দিতে ওখানে যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগানোর চেষ্টা চলছে।

তাঁর কথায়, অযোগ্যরা তো পয়সার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন। ওদের প্রতি সহানুভূতি থাকা উচিত নয়। যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি সকলের সহানুভূতি থাকা দরকার। কাশ্মীরে জঙ্গি হানা প্রসঙ্গে তাঁর সাফ জবাব, মোদীজি কাউকেই ছাড়বে না। সঠিক জবাব দেওয়া হবে। যেভাবে পুলওয়ামা ও বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল। ঠিক একইভাবে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। তাঁর মতে, কাশ্মীরে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছে। তার মানে, ধর্মীয় লড়াই হচ্ছে। তাঁর দাবি, রাজ্য এজেন্সিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনতে হবে। তাছাড়া 'অল ইন্ডিয়া সার্ভিস' বাস্তবায়ন করতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের নজরদারি ৫০ কিমি বাড়ানো উচিত।

মুর্শিদাবাদ নিয়ে ভুয়ো প্রোফাইলের দাপট, কড়া পদক্ষেপে রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার নাম করে তৈরি একাধিক ভুয়ো প্রোফাইল। কখনও জেলার কোনও এলাকা, কখনও বাসিন্দা পরিচয় দেখিয়ে ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও দেশবিরোধী মন্তব্য। এই পরিস্থিতিতে সক্রিয় হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রাজ্য পুলিশের তরফে 'এক্স'-এ প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব প্রোফাইল নিজেদের অবস্থান জানাচ্ছে, তার অনেকগুলোই ভুয়ো। তারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি সমাজে বিভেদ তৈরি করছে। সম্প্রতি ওয়াকফ-ঘিরে উত্তেজনায় মুর্শিদাবাদে প্রাণ গিয়েছে তিনজনের। এলাকায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা। এই আবহেই কিছু অসাধু ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে বলে সন্দেহ পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, অনেক ভুয়ো প্রোফাইল ইতিমধ্যেই ব্লক করা হয়েছে। বাকিদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে,

বাগুইআটির মহিলার দেহ উদ্ধারের কিনারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগুইআটিতে সুটকেসে মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনার দু'দিনের মধ্যে দেহ কার তা কিনারা করল বাগুইআটি থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে প্রশ্নচিহ্নের মুখে মুর্শিদাবাদ নবগ্রাম থানার পুলিশের ভূমিকা। বাগুইআটি থানা সূত্রে খবর, যে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল তাঁর নাম রিয়া ধর। বছর ত্রিশের রিয়ার বাড়ি মুর্শিদাবাদ নবগ্রামে। দুটি সন্তানের মাও তিনি। তবে ফেসবুকে তিন মাস আগে আলাপ হয় কৌশিক প্রামাণিক নামে বারাসতের এক ব্যক্তির সঙ্গে। এরপরই ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে থাকে। এদিকে এরকম এক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনাটি জানতে পারে রিয়ার স্বামী অমিত কুমার ধরও। স্বামী তাঁকে ঘটনাটি বোঝালে বিষয়টি মিটে যায়। এরপরে দিন ১৫ দিন আগে স্বামী ও সন্তানকে ছেড়ে রিয়া পালিয়ে আসে কৌশিকের কাছে। এরপরই নবগ্রাম থানায় রিয়ার স্বামী অমিত কুমার ধর মিসিং ডায়েরি করেন। তবে পুলিশ কোন গুরুত্ব দেইনি বলে অভিযোগ। এদিকে বারাসতে কৌশিকের ফ্ল্যাটে ওঠে রিয়া। সেখানে দিন ১৫ ছিলেন তিনি। এরপর ২২ এপ্রিল বারাসতের এক অচেনা ব্যক্তি রিয়া স্বামীর কাছে ফোন করে জানায় একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে এবং তার মধ্যে বেশ কিছু ডকুমেন্টস রয়েছে। সেই নম্বর থেকেই ফোন করছেন বলেও জানান জনৈক ওই ব্যক্তি। এরই মাঝে রিয়ার স্বামী অমিত কুমার ধরের সন্দেহ হয়। তিনি ফের মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানায় যান। ঘটনা পুলিশকে জানালে শেষমেস অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদ নবগ্রাম থানার পুলিশ কৌশিক পরামাণিককে গ্রেপ্তার করে তবে তখনও কোনও খোঁজ মেলেনি রিয়ার। এরপরই গত ২২ এপ্রিল বাগুইআটি প্রতিবেশিপাড়া এলাকায় সুটকেসের মধ্যে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

জঙ্গলে ঢেকেছে শ্যামনগর খ্রিষ্টান হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে বহু বছর আগে একটি খ্রিষ্টান মিশনারি সংস্থার উদ্যোগে জগদ্দল বিধানসভার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর সুকান্তপল্লীতে ফিডার রোডের ধারে গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্টান হাসপাতাল। শ্যামনগর-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষজন এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতেন। কিন্তু আজ সবই অতীত। গেটে ঝুলছে তালা। জঙ্গল আর আগাছায় ঢেকেছে গোটা হাসপাতাল চত্বর। ইতিহাস বলছে, খ্রিষ্টান মিশনারি সংস্থার হাত ধরে গড়ে ওঠা হাসপাতাল থেকে মূলত গরিব মানুষজন চিকিৎসা পরিষেবা পেতেন। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে চিকিৎসক থেকে শুরু নার্স এমনকি স্টাফ কোয়ার্টারও ছিল। কংগ্রেস জমানায় অজিত পাঁজা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্য সরকার ১৯৭৪ সালে হাসপাতালটিকে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু বামজমানায় স্বজনপোষনের কারনে হাসপাতাল ক্রমশঃ অবনতির দিকে এগোয়। পরবর্তীতে বামআমলে

দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে এই হাসপাতাল। তৃণমূল জমানায় পঞ্চায়েতের হাত ধরে খুললেও, সেই একই দশা। বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে হাসপাতাল চালু হলেও, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক বছর আগে বিবেকানন্দ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান নামে একটি সংস্থা ঘটা করে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফের হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা চালু করেছিল। কিন্তু অদৃশ্য কারনে পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ল। অভিযোগ, টানা ছয় বছর যাবৎ তালা বন্ধ হয়ে পড়েছে এই হাসপাতাল। জঙ্গল আর আগাছায় ঢেকেছে গোটা হাসপাতাল চত্বর। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে এই হাসপাতাল ভগ্নদশায় পরিণত। স্থানীয় বাসিন্দা দীপ কুমার পাল বলেন, ছয়-সাত বছরের অধিক সময় ধরে হাসপাতাল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। খুব কম পয়সায় এখানে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা মিলতো। তাঁরা চাইছেন, ফের চালু করা হোক এই হাসপাতাল। তাহলে শ্যামনগর-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা কম পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। আরেক বাসিন্দা বিন্দিয়া বাসফোর বলেন, কি কারনে গত ছয় বছর যাবৎ হাসপাতাল বন্ধ, তা জানেন না। তবে হাসপাতাল চালু হলে গরিব মানুষজন উপকৃত হতেন। কাউগাছি- ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান সমীর চক্রবর্তী বলেন, ভালো কোনও সংস্থাকে দিয়ে হাসপাতালটিকে ফের চালু করার চেষ্টা চলছে।

৩০ এপ্রিল কাঁথিতে সভার জন্য মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জগন্নাথ মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হবে ওই দিন। আর ওই দিনই কাঁথিতে আর এক সভার আয়োজন ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। 'সনাতনী ধর্ম সম্মেলন' করার অনুমতি না মেলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এক সংগঠন। রাজ্যের প্রশ্ন, কারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে? কারা দিচ্ছে টাকা? ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদৌ বন্ধ করা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার শেষ হয় সেই মামলার শুনানি। আগামী সোমবার বিকেলে হবে রায়দান। এদিকে মামলাকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'কোন ধর্মীয় রীতি কবে হবে, কোন পদ্ধতিতে পালন করা হবে, তা ঠিক করার অধিকার পুলিশের নেই। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কেন ওই অনুষ্ঠান করতে হবে সেটা জানার অধিকারও পুলিশের নেই।' মামলাকারীর আইনজীবী আরও জানান, দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে এই ধর্মীয় কর্মসূচি পালন করার আবেদন জানানো হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যের কাছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানতে চান, জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে কত মানুষ যাবেন সে ব্যাপারে।

উত্তরে রাজ্য জানায়, এক লক্ষ মানুষের যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মামলাকারীদের আরও দাবি, ধাপে ধাপে ৫০,০০০ মানুষ যাবেন ওই অনুষ্ঠানে।

এরপরই রাজ্যের প্রশ্ন, 'মামলাকারীরা এই পুজো তাদের বাড়িতে করতে পারেন না?' বিচারপতি জানতে চান, '২০০০ মানুষ নিয়ে করলে কী অসুবিধা?' এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যে প্রশ্ন, কে মানুষ গুণে রাখবেন তা নিয়ে। রাজ্যের বক্তব্য, জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে মোতায়েন থাকবে বড় সংখ্যার পুলিশও। এরপর বিচারপতি ঘোষ জানান, ধর্মীয় কোনও অনুষ্ঠানে না করার কোনও উপায় নেই। উত্তরে রাজ্যের দাবি, এটা রাজনৈতিক কারণে করা হচ্ছে। কারা এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে রাজ্য। তাদের সওয়াল, '৪-৫ জন গ্রামবাসী এই ব্যবস্থা করছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরপরই ওই গ্রামবাসীদের টাকার উৎস সম্পর্কে প্রশ্নও তোলা হয়। এরই পাশাপাশি বিরোধী দলনেতার নাম নিয়ে রাজ্য বলে, এর পিছনে শুভেন্দু অধিকারী আছেন। তিনি পিছনে আছেন কেন? তাঁকে সামনে আসতে বলুন। 'রাজ্যের স্পষ্ট দাবি, ইচ্ছাকৃত প্রশাসনকে অসুবিধায় ফেলার জন্য এই কর্মসূচি করার চেষ্টা হচ্ছে।' মামলাকারীর আবেদন, অন্তত পাঁচ হাজার লোক নিয়ে ধর্ম সম্মেলন করার অনুমতি দেওয়া হোক। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার এই মামলার রায়দান হবে। তার মধ্যে পুলিশকে বিষয়টি দেখতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সম্পাদকীয়

রামমোহন, বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দর বাংলা আজও অস্পৃশ্যতাকে আঁকড়ে থাকবে?

আমরা তো শুনি পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারতের অন্য কিছু রাজ্যের চেয়ে বেশি সচেতন এবং সামাজিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে জাতিগত ভেদাভেদ তথা অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নেই। তবে কাটোয়ার গীধগ্রামে এত বছর ধরে স্থানীয় দাস সম্প্রদায়ের মানুষদের শিবমন্দিরে ঢুকতে বা পুজো দিতে দেওয়া হয়নি কেন? অবাক লাগে, ২০২৫ সালে আধুনিক ভারতে, তাও আবার প্রগতিশীল বলে গর্বিত বাংলায় কিছু মানুষের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে 'মুচি' বলে! তাঁরা মানুষ, এটাই কি যথেষ্ট নয়? মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! অথচ ১৯৫৫ সালে পাশ হয়েছে অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন। অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত কোনও রকম বাধাপ্রদানকারী কাজই আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবাক লাগে, অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের একচেটিয়া আধিপত্য তথা নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার আজও চলছে কী ভাবে? আর এ বিষয়ে পুলিশের কাছে দরবার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহায্য মেলে না। এ কেমন আধুনিকতা? তা ছাড়া প্রশ্ন জাগে, দেশের আইন তথা সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারাকে উপেক্ষা করে যারা আজও এ ভাবে অস্পৃশ্যতাকে মদত দিচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নীরব কেন? কেন কিছু মানুষকে মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য আদালতে যেতে হবে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে হবে? ওই বাধা প্রদানকারীরা এত সাহসই বা পায় কোথা থেকে? আসলে এই ঘটনাকে শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা বা বৈষম্য বলে উপেক্ষা করলে চলবে না, সামগ্রিক ভাবে এটা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি, সমগ্র ভারতীয় সমাজের লজ্জা! ভাবলে মাথা নত হয়ে যায়, এই ব্যাধি তথা লজ্জায় বাংলাও আক্রান্ত! রামমোহন বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের বাংলার এ কী দুর্দশা! তারা আজও অস্পৃশ্যতাকে আঁকড়ে থাকবে? ভাবা যায় না!

শব্দবাণ-২৫৭

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সম্রাট, নৃপতি ৩. ধূসর বর্ণ ৫. নবীন, নতুন ৬. দুই বা চার জনের র‍্যাকেট ও বল সহযোগে খেলাবিশেষ ৭. অলিখিত ৯. দৃষ্টিপাত, দেখা ১১. একধরনের উনুন ১২. রান্না, পাক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ধানের খোসা ২. সদৃশ ৩. বিস্বাদ, বেতার ৪. ছয় মাস ৭. ঈষৎ নত, হেঁট ৮. ঝগড়াটে ৯. উড়ানি, উত্তরীয় ১০.বাঁকানো।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫৬

পাশাপাশি: ২. উষ্মমণ্ডল ৩.জনবিরল ৬. নয়নজল ৭.কমসেকম।

উপর-নীচ: ১.রীতরসুন ২.উপজনন ৪. বিফলকাম ৫. লক্ষ্মণভোগ।

জন্মদিন

আজকের দিন

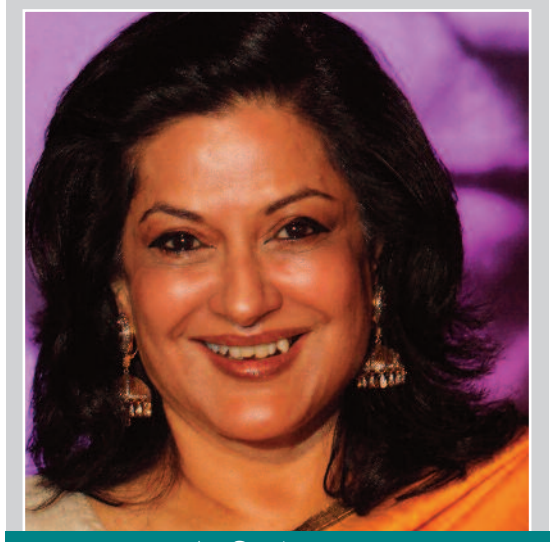

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

১৯২৪ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনীক ধরের জন্মদিন।*

কাশ্মীরে জঙ্গিদের নগ্ন ধর্মীয় পরিচয়

শুধু দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই নয়,তার ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষেও অশনি সংকেত !

স্বপনকুমার মণ্ডল

দেশভাগের রক্তক্ষরণ যে এখন বন্ধ হয়নি, বা বলা ভালো বন্ধ করা যায়নি,তা ভারতের প্রতিবেশী দেশের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের ধারাবাহিক বিক্ষিপ্ত- বিচ্ছিন্ন হামলা থেকে নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে দেশকে অস্থির করে তোলার মধ্যেই প্রতীয়মান । সেক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীরের অধিকার নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে অচিরেই শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল, তার জের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো দুই দেশের অশান্তির কারণে পরিণত হয়। সেখানে ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি ফিরিয়ে আনাই পাকিস্তানের অশান্তির আধার হয়ে ওঠে। তার করুণ পরিণতি কত ভয়ঙ্কর নৃশংস আকার ধারণ করতে পারে,তার পরিচয় ২২ এপ্রিলের ভূস্বর্গ কাশ্মীরের জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট পহেলগাঁও -এর বৈসরণে ২৬ জনকে অহিন্দু সন্ত্রাসীরা নৃশংস ভাবে গুলি করে হত্যার মধ্যেই বেরিয়ে এসেছে । পরিকল্পনা করে ফৌজির পোশাক পরে ঠান্ডা মাথায় যেভাবে বিবস্ত্র করে দীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে পরীক্ষা করে বেছে বেছে ২৪ জন হিন্দুকে পরিবারের সামনে মেরা ফেলা হয়,তা শুধু নিছক সন্ত্রাসবাদী হামলা নয়,বা, দেশের সুরক্ষার পক্ষে অশনি সংকেতেই তা সীমাবদ্ধ নয়, ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত হেনে দেশের অখণ্ড ও ঐক্য চেতনাকেই বিনাশ করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। সেদিক থেকে পহেলগাঁওয়ের নৃশংস হত্যায় মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের গুলি শুধু প্রাণে মারার লক্ষ্য চলেনি,মনে মারার আয়োজনেও সক্রিয় হয়েছে। সরাসরি সন্ত্রাসীদের মুখে হিন্দুনিধনের বার্তা যেভাবে উঠে এসেছে,তা অভূতপূর্ব ধর্মীয় জেহাদ । সেখানে স্বামীর সঙ্গে মেরে ফেলার জন্য গুলি করা কথা বললে তা প্রত্যাখ্যান করে সন্ত্রাসীর মুখে প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা পৌঁছানোর কথা উঠে আসে। এ যে হত্যালীলা চালিয়ে শুধু কাশ্মীরকে অস্থির করে তোলা নয়, সেইসঙ্গে তা যে কেন্দ্রকে চেতাবনি দিয়ে মৌলবাদীদের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়াস,তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ভূস্বর্গ আবার তার স্বমহিমায় ফিরে আসার মহৎ উদ্যোগকে সফল না হওয়ার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার নিশানা লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে,তা হিন্দু পর্যটকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রমাণ প্রকট করার মধ্যেই সহজবোধ্য হয়ে ওঠে । সেখানে হিন্দু পর্যটকদের গুলি করে মারার মধ্যে সন্ত্রাসীদের নগ্ন পরিচয়ে যেমন ধর্মীয় সন্ত্রাসের ছবিটি স্পষ্ট করে তুলেছে,তেমনই দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্যভেদী জেহাদ প্রকট হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবাদী সরকারের জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি ফিরিয়ে এনে শক্তিশালি দেশ গঠনের প্রয়াসের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এই হত্যালীলা এক ঢিলে অনেক পাখি মারার কৌশল বেরিয়ে। ইতিমধ্যেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে সরকারবিরোধী দল ও জনগণের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলা হত্যালীলায় বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়েছে । সেখানে নিরাপত্তারক্ষীর অভাব থেকে সরকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার ঔদ্ধত্যকেও অনেকেই দায়ী করছেন। অথচ তাতে বিরোধিতার নামে অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে সরকারের সৎসাহস থেকে তার বৈপ্লবিক উদ্যোগও সমালোচিত হয়।

আসলে ধর্ম ভেদে দেশভাগ হলেও ধর্মীয় বিদ্বেষ তার স্বভাবদোষে জেগে ছিল অবিরত এবং এখনও তা বর্তমান । এজন্য দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগের শিকারে স্বদেশে পরবাসীর মর্মান্তিক পরিণতিও অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে নিরন্তর । সেখানে সাতচল্লিশে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে তার ডানা ছেটে পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটলেও সে দেশদুটিতেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ট্র্যাজিক পরিণতি ক্রমশ তার সংখ্যা হ্রাসের মধ্যেই প্রকট হতে থাকে । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে গতবছর ২০২৪-এর ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের পর মৌলবাদী মদতপুষ্ট অন্তবর্তী সরকারের শাসনকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্বিচারে নৃশংস নির্যাতন ও হত্যালীলা থেকে ভিটেছাড়া করার ধারাবাহিকতা ক্রমশ হিন্দুনিধন যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে। সেখানে ধর্মীয় মেরুকরণে মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে, মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ই শেষ কথা হয়ে ওঠে। সেখানেই শেষ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দেশ হিসেবে ভারতের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবই সে দেশের মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, দেশপ্রেমেও তা প্রাধান্য লাভ করে । ভারতবিরোধিতা থেকে ভারতবিদ্বেষের মূলে যে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য থেকে হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট সরকারের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি,তা ধর্মান্ধ জেহাদি মৌলবাদীদের ভাষাতেই বারবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেখানে হিন্দুরাষ্ট্রের আধিপত্যকে অস্বীকার করে তা ধ্বংস করায় উগ্র মৌলবাদীদের নগ্ন হিন্দুবিদ্বেষে ভারত তথা হিন্দুস্তান দখলের জিগিরে ও তার জেহাদি ঘোষণায় প্রকাশ্যে চলে আসে। শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পারস্পরিক বিদ্বেষ ভুলে পুনরায় সখ্যতার আধারে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে । শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়ে ওঠার মতো ভারতকে বিচ্ছেদ করে গড়ে ওঠা দুটি প্রতিবেশী দেশই এখন তার চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে । আর তাদের শত্রুতার মূলাধার ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার । ধর্মীয় জেহাদে পূর্ব-পশ্চিমের দুটি দেশই ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে আঘাতে তার ঐক্যের মহীরূহকে উপড়ে ফেলার সক্রিয় প্রয়াসে কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর হিন্দুনিধন যজ্ঞ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। এতদিন যা ছিল মেঘের আড়ালে, এখন তা দিনের আলোতে। কেননা মেঘের আড়ালের যুদ্ধ করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য ও অখণ্ড চেতনাকে ভাঙতে পারেনি বলেই এখন তা প্রকাশ্যে এনে সংঘাতে সক্রিয় হতে চায় । কথায় বলে অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত। ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের জেহাদি চেতনায় হিন্দুদের দেশ হিসেবে ভারতের আধিপত্যকে ধ্বংস করাই তাদের চরম লক্ষ্য ।

সেদিক থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা । বিশেষ করে ২০১৯-এর ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা তুলে নিয়ে সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনে যেভাবে তার শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের আবহ তৈরি হয়েছে, তা তার ক্রমাগত নিরুপদ্রবে পর্যটন শিল্পের জোয়ারেই প্রতিফলিত মনে হয় । ২০২১ থেকে কোটি কোটি পর্যটকের ভিড়ে জম্মু-কাশ্মীরের চেহারাই বদলাতে শুরু করে । সেখানে কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসা থেকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকায় বাইরে থেকেই শুধু নয়, কাশ্মীরিদের মনেও সন্ত্রাসীদের উপেক্ষা ও বঞ্চনার পালে হাওয়া অকেজো হয়ে পড়ে,নতুন করে বাঁচার আনন্দের স্বপ্ন মনে হয় । এজন্য দেশবিদেশের পর্যটকদের ভিড়ে পর্যটনের ভরা মরশুমে অতর্কিতে সন্ত্রাসীদের হামলায় অসংখ্য হিন্দুদের গুলি করে মারার ঘটনায় বিপর্যস্ত কাশ্মীরিদের তীব্র প্রতিবাদী মিছিলই শুধু নয়,সেখানে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ছবি থেকে নিশ্চিন্তে ভ্রমণের আন্তরিক আমন্ত্রণেই তার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, সেখানে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত ২৬ জনের মধ্যে একজন কাশ্মীরিও রয়েছেন । চোখের সামনে নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের মৃত্যু দেখে টাট্টু ঘোড়ার সহিস আদিল হুসেন শাহ জঙ্গিদের বন্দুক কেড়ে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের গুলিতেই প্রাণ হারান। সেক্ষেত্রে কাশ্মীরিদের মধ্যে জঙ্গিদের প্রতি সমর্থন নেই,উল্টে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থা রয়েছে,তা তাঁদের নিরাপত্তার অভাবের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধীদের মতো অন্ধ বিরোধিতা না থাকাতেও প্রকাশিত । পহেলগাঁও কাশ্মীর সীমান্তে নয়, শ্রীনগরের পূর্বাংশ তার স্থিতি। বছর পাঁচেক ধরে সেখানে নিরুপদ্রব শান্তি করছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নিরাপত্তার বিষয়টি ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে ওঠে । এজন্য মৌলবাদীদের হত্যালীলার নেপথ্যে জোরালো দাবির চেয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষের জেহাদ বড় হয়ে ওঠে । অথচ তার পরিচয় মৌলবাদীদের ধ্বংসকামী কার্যক্রমের মধ্যেই লক্ষ করা যায় । শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আইন প্রণয়ন থেকে আইন প্রয়োগে ধর্মীয় মৌলবাদীদের অস্তিত্ব সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেখানে মনের জোর কমে গেলে লোকে পেশির জোর দেখায়,হিংস্র হয়ে ওঠে । এজন্য মৌলবাদী শক্তির বিস্তারে বাংলাদেশের সরকার উৎখাতের পর সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র যাওবা ছিল,তা ইসলামীকরণের পথে নিঃস্ব হয়ে পড়ে । সেখানে বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে থাকে । সেক্ষেত্রে মৌলবাদীদের স্বদেশে হিন্দুদের ঠাঁই না মেলা বার্তা চরম আকার ধারণ করে । তার রেশ যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দেশ ভারতের দিকেও প্রসারিত হবে,তা নিয়েও জেহাদি ঘোষণা নানাভাবেই প্রকাশিত হয় ।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত ওয়াকফ বিল সংসদে উভয় কক্ষে পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে আইনে পরিণত হলেও তার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের হিংসাশ্রয়ী সক্রিয় আন্দোলনে ধর্মীয় বিদ্বেষে হিন্দুদের উপরে বর্বরোচিত আক্রমণ নেমে আসে । এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদের সেই নৃশংসতায় নিরীহ হিন্দুদের কুপিয়ে হত্যা,বাড়িঘর পোড়ানো, ধনসম্পত্তি লুট থেকে ভিটেছাড়া করে সর্বস্বান্ত করার নারকীয় আয়োজন অবাধে চলে বেশ কয়েকদিন ধরে । এখনও অসংখ্য হিন্দু শরণার্থী শিবিরে বা অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে ,ঘরে ফিরে আসতে পারেনি তাঁরা । বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে ধর্মীয় বিদ্বেষের নৃশংসতা এখনও বন্ধ হয়নি,তার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের স্বদেশেই পরবাসীর জীবনসংশয়ী আক্রমণ নেমে আসে । সেই আক্রমণে নগ্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছবি মিলিয়ে না যেতেই কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের হিন্দুনিধন যজ্ঞ শুধু দেশের ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরেই ভয়ঙ্কর আঘাত হানেনি, সন্ত্রাসীদের জাতকেও চিনিয়ে দিয়েছে,তাদের লক্ষ্যও স্পষ্ট করে তুলেছে। দেশে চলা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মৌলবাদীদের সঙ্গে তার বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই । বরং যা এতদিন আড়ালে, অন্তরালে ছিল,তা প্রকাশ্যে আসায় ভারতীয় মূল্যবোধ আরও শক্তিশালী হওয়ার অবকাশ পেল। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যেই দেশের মহত্ত্বের আকাশ ,তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রই তার শক্তির প্রকাশ। সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের শঠতা,স্বার্থপরতা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের আসল উদ্দেশ্য সামনে চলে এসেছে । যে ধর্ম মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে,তাই যুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের আপন দেশেই অভাব অনটন ও দারিদ্র থেকে পারস্পরিক ক্ষমতাযুদ্ধ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, হত্যালীলা, চরম অব্যবস্থা ও বৈষম্যপীড়িত সমাজজীবনে অশান্তির ঘনঘটা। সেখানে মানুষকে হত্যা করে যারা ধর্মকে বাঁচায়,তারা ধার্মিক নয়,বরং তারা ধর্ম ব্যবসায়ী। তারা ধর্মকে বিজ্ঞাপন করে মানুষের মনে ধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মিথ্যা স্বপ্ন ফেরি করে । সেই ধর্মের দেশগুলিই আজ অধর্মের সবচেয়ে বড় শিকার । বিশ্বের দেশগুলিই তার পরিচয়ে মুখর। সেখানে ধর্মীয় শাসনে মানুষের ধর্মই বিপন্ন । সেক্ষেত্রে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের নগ্ন ধর্মীয় হাতিয়ার যত প্রকাশ্যে আসবে, ততই তার ধার ও ভার কমে যাবে। খাপে ঢাকা তরবারি খাপহীন হলে তার নগ্নতায় ভয় কমে আসে,জং ধরে ধার কমে যেতে শুরু করে । ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যের আবহাওয়ায় মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নগ্ন পরিচয় অচিরেই শুধু গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে না, দেশকে আরও সুসংঘবদ্ধ শক্তিশালী করে তুলবে। সন্ত্রাসীদের হত্যালীলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের একতাবদ্ধ আত্মিক প্রকৃতিই তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে । শুধু তাই নয়, এজন্য রক্তাক্ত কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের নগ্ন ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের তীব্র প্রতিবাদ জানানো একান্ত জরুরি মনে হয় ।

আসলে ধর্ম ভেদে দেশভাগ হলেও ধর্মীয় বিদ্বেষ তার স্বভাবদোষে জেগে ছিল অবিরত এবং এখনও তা বর্তমান । এজন্য দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগের শিকারে স্বদেশে পরবাসীর মর্মান্তিক পরিণতিও অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে নিরন্তর । সেখানে সাতচল্লিশে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে তার ডানা ছেটে পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটলেও সে দেশদুটিতেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ট্র্যাজিক পরিণতি ক্রমশ তার সংখ্যা হ্রাসের মধ্যেই প্রকট হতে থাকে । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে গতবছর ২০২৪-এর ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের পর মৌলবাদী মদতপুষ্ট অন্তবর্তী সরকারের শাসনকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্বিচারে নৃশংস নির্যাতন ও হত্যালীলা থেকে ভিটেছাড়া করার ধারাবাহিকতা ক্রমশ হিন্দুনিধন যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে। সেখানে ধর্মীয় মেরুকরণে মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে, মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ই শেষ কথা হয়ে ওঠে। সেখানেই শেষ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দেশ হিসেবে ভারতের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবই সে দেশের মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, দেশপ্রেমেও তা প্রাধান্য লাভ করে । ভারতবিরোধিতা থেকে ভারতবিদ্বেষের মূলে যে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য থেকে হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট সরকারের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি,তা ধর্মান্ধ জেহাদি মৌলবাদীদের ভাষাতেই বারবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেখানে হিন্দুরাষ্ট্রের আধিপত্যকে অস্বীকার করে তা ধ্বংস করায় উগ্র মৌলবাদীদের নগ্ন হিন্দুবিদ্বেষে ভারত তথা হিন্দুস্তান দখলের জিগিরে ও তার জেহাদি ঘোষণায় প্রকাশ্যে চলে আসে।

আনন্দকথা

বিষয়ে মেজেছ মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।।

''তিনি লীলাময়ী! এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।''

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমারে সংসারে বন্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই ''লক্ষের দুটো-একট কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।'' (সকলের আনন্দ)

''তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কাশ্মীর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রোষের মুখে অশোকনগরের ছাত্রী

পুলিশের বিরুদ্ধে ভিডিও ডিলিট করার জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কাশ্মীর নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করায় কলেজ ছাত্রীকে হুমকি। পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ডিলিট করার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। রাতেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ছাত্রী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আতঙ্কে ছাত্রীর পরিবার। ঘটনাটি অশোকনগর কল্যাণগড় চার নম্বর ওয়ার্ডের কদমতলা এলাকার। ছাত্রীর দাবি, শুক্রবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে একটি লেখা পোস্ট করে কাশ্মীর নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। তারপরেই একাধিক ভালো খারাপ সমস্ত রকম কমেন্ট আসতে থাকে। তার মধ্যেই দুই যুবক তাকে মেসেঞ্জারে ফোন করে হুমকি দিতে থাকে। কেন সে ওই ধরনের লেখা লিখে প্রতিবাদ করল তার জন্য ।দুই যুবক ক্রমাগত মেসেঞ্জারে হুমকি দিতে থাকায় ভয়ে আতঙ্কে ছাত্রী পরবর্তীতে ফের একটি ভিডিও বানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেন। সেই ভিডিও নিমিষেই ভাইরাল হয়ে যায়। রাত বারোটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ অশোকনগর থানার বড়বাবু চিন্তামণি নস্করের নেতৃত্বে আট জনের একটি পুলিশ দল ছাত্রীর বাড়িতে আসে এবং সেই ভিডিওটি ডিলিট করতে চাপ দিতে থাকে ক্রমশ। ছাত্রীর দাবি, তাকে হুমকি দেওয়া হল তাকে বাজে কথা বলা হল তার জন্য থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল ছাত্রী, কিন্তু তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না উল্টো তার বাড়িতেই পুলিশ চলে আসল তার ভিডিও ডিলিট করার জন্য। পুলিশ যাবার আগে ছাত্রীকে বলে তুমি সামলাতে পারবে তো পরবর্তী ঘটনা, তাই ভয়েতে ছাত্রী ভিডিওটি হাইড করে রাখে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। যেই দুই যুবক ছাত্রীকে মেসেঞ্জারে ফোন করে হুমকি দিয়েছে ছাত্রীর বয়ান অনুসারে দু'জনের বাড়ি হাওড়াতে। একজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য, একজন বিএসএফের কর্মরত এমনটাই জানিয়েছেন ছাত্রী। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ছাত্রী ও তার পরিবার। এদিন মেয়েটার বাড়িতে যান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ মহিলা কমিশন অর্চনা মজুমদারের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন ছাত্রী। ছাত্রী জানান, প্রত্যেকেই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এই ঘটনায় অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার জানান, সামাজিক পরিকাঠামো বজায় রেখে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে প্রতিবাদ এবং নিন্দা করার অধিকার সবার আছে এই ঘটনা যথেষ্ট নিন্দনীয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে বলব কোনও রকম পক্ষপাত না দেখে গুরুত্ব সহকারে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিন সন্ধ্যায় অশোকনগরের এই ঘটনায় ছাত্রীর বাড়িতে আসলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে অর্চনা মজুমদার, এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। পাশাপাশি ছাত্রীর পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জাতীয় মহিলা কমিশনের অর্চনা মজুমদার বেরিয়ে যাবার পরেই আসেন অশোকনগর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার সহ কাউন্সিলর সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

জল সংকট মেটাতে ইসিএল ও পিএইচই দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন জল সংকট মেটাতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও ইসিএল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

খনি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন জলের চাহিদা মেটাতে, পিএইচই এবং ইসিএল এর বিভিন্ন এরিয়ার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর কার্যালয়ে। মূলত খনি অঞ্চলে, কয়লা খনির সম্প্রসারণ এর ফলে জলস্তর অনেকটাই নেমে যায়, তাই গরম পড়লেই জল সংকট না দেখা দেয় তাই আগাম পরিকল্পনা করে মাঠে নামার বার্তা দিলেন সকল আধিকারিকদের। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া, ঝাঁঝরা এরিয়া, কেন্দা এরিয়া, সোনপুর বাজারী এরিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জল স্বপ্নে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পাণ্ডবেশ্বরে সব বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে।

'দলটা কারও বাবার জমিদারি নয়, বিস্ফোরক তৃণমূলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'দলটা কারও বাবার জমিদারি নয়', যারা কিছু পায়নি তারা দলের কথা ভাবছে আর যারা পেয়েছে তারা 'আরো দাও, আরো দাও করছে।' ঠিক এই ভাষাতেই দলের রাজনৈতিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকালে বাঁকুড়ার জয়পুরে ভাস্করানন্দ মঞ্চে তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার কিষান খেতমজুর সেল আয়োজিত এই সম্মেলনে বিধায়কের ওই বক্তব্যের পরই অস্বস্তিতে পড়ে যায় দলের জেলা নেতৃত্ব।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল। দলের অন্দরে বেনো জল বাছাই করে সক্রিয় কর্মীদের আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে জেলা নেতৃত্বের তরফে। এবার সেই প্রসঙ্গ টেনে দলের বিধায়ক প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশে বড়জোড়ার বিধায়ক বলেন, 'দলটা কারও বাবার জমিদারি নয়। আজকে দিয়েছে। কালকে নাও দিতে পারে। তা বলে চায়ের দোকানে বসে পরনিন্দা ও পরচর্চা করে দলকে দুর্বল করব তা বরদাস্ত করা হবে না। এদের দল করার প্রয়োজন নেই। কলকাতা আগাম তা জানিয়ে দিয়েছে।' এরপরই বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় দলের নেতা ও কর্মীদের একশ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'যারা কিছু পায়নি তারাই দলের কথা ভাবছে। আর যারা পেয়েছে তারা বলছে আরো দাও আরো দাও করছে। নাহলে তারা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা বলছে।' পরে নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করে বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় কার্যত দলের অন্দরেই এমন নেতা কর্মীদের উপস্থিতি স্বীকার করে নেন। যদিও বিধায়কের প্রকাশ্যে এমন মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা - ৭০০০৭১

কেস নং : টিএ/৪/২০২৩

উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন

এক্স. নং : ২৪২০

ইউকো ব্যাঙ্ক
বনাম
সত্যেশ্বর পাত্র

প্রতি
১) সত্যেশ্বর পাত্র, স্বত্বাধিকারী মেসার্স শ্যামশ্রী বস্ত্রালয়, গ্রাম : পো : গোবিন্দনগর, থানা : দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১২১১
২) শ্রী মধুসূদন পাত্র, গ্রাম : পো : গোবিন্দনগর, থানা : দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১২১১

সমন

যেহেতু, টিএ/৪/২০২৩, ২০.০২.২০২৫ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে ১৬,৫০,৭০৫.৬৩ টাকা (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) আপনাদের ক্রম নং ৩এ মূল আবেদনের নির্দিষ্ট সম্পদ এবং সম্পত্তি অতিরিক্তে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পদের বিবরণ দাখিল
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তিসমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২১.০৪.২০২৫।
সমন ইস্যুকারী অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি - ২

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর (৫) এর (এ) সম্পর্কিত
এবং
বায়রন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস হাউস নং এফ-৫৭/১০৪/১৩৯৭ রথতলা, বি আর আম্বেদকর রোড, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২৩৫ ...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "বিহার রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) এ রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
হাউস নং এফ-৫৭/১০৪/১৩৯৭ রথতলা, বি আর আম্বেদকর রোড, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২৩৫
আবেদনকারীর পক্ষে
বায়রন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
সুদীপ রায়
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
(ডিন : ০৮৯৭০০৫৮)

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইউনিস্টার নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ১৫, ড. ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, ৪র্থ তল, রুম নং ৬এ, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৮.০৩.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১৫, ড. ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, ৪র্থ তল, রুম নং ৬এ, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
ইউনিস্টার নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
দীপক কুমার গৌর
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০৭৬৩৬৬৩৬

ফর্ম নং. আরএসসি - ৪
[রুল ৩(৩) অনুসারে]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে কোম্পানি আবেদন নং. ২৪২/কেবি/২০২৪
জলধাম ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড
...আবেদনকারী

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

৫ মার্চ ২০২৫ তারিখ কলকাতা (বেঞ্চ) ট্রাইব্যুনাল সমীপে উক্ত কোম্পানির আদায়দত্ত শেয়ার মূলধন ৯,১৩,৩০০ (নয় লাখ তেরো হাজার তিনশ) টাকা থেকে কমিয়ে ৯১,৩৩০ (একানব্বই হাজার তিনশ টাকা) ইক্যুইটি শেয়ারে ভাগ করে ১০/- টাকা মূল্যের ৩,১৩,৩০০ (তিন লক্ষ তেরো হাজার তিনশ) ইক্যুইটি শেয়ারে ভাগ করার জন্য একটি আবেদন অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল।
১৫ জুলাই ২০২৪ কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঋণদাতাদের তালিকা কোম্পানির ৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, রুম নং ০৩, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত নিবন্ধিত অফিসে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দেখা যাবে।
যদি কোম্পানির কোন পাওনাদারের আবেদন বা পাওনাদারদের তালিকা বিবরণের উপর কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই নোটিশের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে (সহায়ক নথি সহ) এবং তার নাম এবং ঠিকানা এবং তার অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম এবং ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ৭এ বেন্টিংক স্ট্রিট, রুম নং ০৩, কলকাতা-৭০০০০১-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে প্রেরণ করতে হবে।
যদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনও আপত্তি না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানির শেয়ার মূলধন হ্রাস করার জন্য উপরোক্ত আবেদনের অধীনে সমস্ত কার্যক্রমে পাওনাদারদের তালিকাগুলি সঠিক বলে বিবেচিত হবে।
এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুক্রবার, ০২.০৫.২০২৫ তারিখে একটি শুনানি নির্ধারণ করা হয়েছে যার উপর ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি শুনবে। যদি কোন পাওনাদার শুনানিতে উপস্থিত হতে চান তবে তাকে তার আপত্তি, যদি থাকে, সহ একটি অনুরোধ করতে হবে।
শ্রী বিজয় জৈন
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০৮৬৭৬৫৭৩

ডোমকল থানা ফেরী পাটনী সমবায় সমিতি লিমিটেড
গ্রাম - বৈষ্ণবপাড়া, পোঃ মোমিনপুর, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ
রেজি নং - ২৩ তারিখ ১৭/০৩/১৯৮২
স্মারক সংখ্যা: ARO/03/2024/25 বিজ্ঞপ্তি তাং- 26/04/2025
এতদ্বারা ডোমকল থানা ফেরী পাটনী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৮/০৫/২০২৫ তারিখ সমিতির পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাসিসট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পরিচালন পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাদের উক্ত সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে।
তাং- ২৬/০৪/২০২৫
স্বা/- সৌমাভ মুখার্জি
ডি আর সি এস কর্তৃক নিযুক্ত আহ্বায়ক

ফর্ম জি
মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান ("ইওআই")
বেসিক আয়রণ এবং স্টিল প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড PAN NO : AABCN8969K CIN : U27106WB2003PTC096505
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৫, সি আর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রদত্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	মৌজা মহেশপুর, জেএল নং ২৪ অধীন, সাব ডিভি. আসানসোল, এডিএসআর - আসানসোল, থানা - সালাপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	৮৩,২৭৫ এমটি বার্ষিক আর্থিক বর্ষ ২০০৮-০৯ নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আয়রণ এবং স্টিল পরিমাণ - ১১৭৫.৬৪ এম.এস ইনগট পরিমাণ - ৪৩,৮৮৯.৬৪৮ আয়রণ এবং স্টিলের মূল্য - ৪৩৪.৭৮ লাখ টাকা এম.এস ইনগট মূল্য - ৯৮১৪.৩৩ লাখ টাকা (এমসিএ ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ২০০৮-০৯ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী)
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	চূড়ান্ত শেষ আর্থিক তথ্য পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে ibc.spmpl@gmail.com ইউআরএল ক্রেডিটরদের তালিকা : https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/21113
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	ইউআরএল ইওআই তথ্যের স্তিারিত : https://drive.google.com/drive/folders/1rfn9ZOvLIzzffFM-hxYmpwe-SzlDfbfs?usp=drive_link
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১.০৫.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ইমেল আইডি : ibc.spmpl@gmail.com এবং ফিজিকাল কপি বিল্ডিং নং ১১, ৪র্থ তল, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি - ১১০০৯২
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রদত্ত নয়

দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ থেকে কর্পোরেট ডেটরের কাজ বন্ধ রয়েছে।
দ্রষ্টব্য ১ : আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান ২৩.১১.২০২৪ তারিখের সংশোধন করা হয়েছে এসএমএইচপিসিএল এর বিনিয়োগকারী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সিআইআরপি রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩৬এ(৪এ) সংস্থান অধীনে।
দ্রষ্টব্য ২ : উক্ত সময়সীমা মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ এর যথাযথ নির্দেশ মোতাবেক সম্প্রসারণ করা হবে কারণ বর্তমান সিআইআরপি মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০.০৬.২০২৫ তারিখে।
স্বা/-
সিএমএ বিজেন্দর শর্মা
মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড - প্রস্তাব পেশাদার
রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
দিল্লি অফিস - ভিআরএসএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
বিল্ডিং নং ১১, ৪র্থ তল, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি - ১১০০৯২
কলকাতা অফিস : জিডি-৯৬, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - ৩, কলকাতা - ৭০০১০৬
রেজি. মেল আইডি : vijender@vsa.net.in
প্রসেস মেল আইডি : ibc.spmpl@gmail.com
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গ্লোসাইন বোর্ড/সিগনেট-প্রদর্শিত পুরানো প্রেমিসেস মুর্শিদাবাদ ই-ওবিসি (ঠিকানা : গ্রাম : কুতুবপুর, পো এবং জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৪৯) তা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে , পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক উক্ত স্থান থেকে কোনও কাজ পরিচালনা করে না এবং কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনও করে না এবং উক্ত স্থানে প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট সাইন/বোর্ড এক সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনও সম্পর্ক নেই।
এই বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট সংশয় বা ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য ইস্যু করা হল।
তারিখ : ২৬/০৪/২০২৫ অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ১৫.০২.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী সোমনাথ সেন পিতা প্রয়াত গৌরী পদ সেন, শ্রীমতী লোপামুদ্রা সেন স্বামী শ্রী সোমনাথ সেন, ৪র্থ তল, ৪ডি কংগ্রেস এগজিবিশন রোড, পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর নিকট, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং মেসার্স কনস্ট্রাকটিভ বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ১৩১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী অমিত ঝুনঝুনওয়ালা পিতা শ্রী কেদামঠ ঝুনঝুনওয়ালা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, ঠিকানা ১১১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬ (৫০৩৮০৯৪২১১৬ এবং ৫০৩৮০৯৫২৫৫৫, সিআইএফ - ১০৩২৯২১৮৫০৩) বেলেঘাটা শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৪৬,৬০,৫১৬.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ ষাট হাজার পাঁচশ ষোলো টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ২১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া ৪৭৩৯৮৩৯.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ উনচল্লিশ হাজার আটশ উনচল্লিশ টাকা) ২১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৩এ, বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১০ বর্গফুট কমবেশি ৪র্থতলে ভবন নং ব্লক ২ এবং পার্কিং স্পেস একতলায় বিল্ডিং কমপ্লেক্সে পার্কিং একটি গাড়ি/স্কুটার যথাযথ মাপের ভবন কমপ্লেক্সে অত্রি গ্রিন এনক্লেভ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের জায়গায় এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এলআর খতিয়ান নং ৪১৬, আরএস দাগ নং ২৮০ ,এলআর দাগ নং ৪৬৪, মৌজা : ধামাজতলা, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং বর্তমানে সংখ্যায়িত হোল্ডিং নং ২৫৬, দ্বারির রোড, ওয়ার্ড নং ২৫, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং৫১৭ এবং ৫১৮; পূর্বে : আরএস দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯; দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক; পশ্চিমে : সুরসভা সড়ক (সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮১০৮২২১০, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৯৩৮৩৮৯৮)।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৩ বি, বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৩৫ বর্গফুট কমবেশি ৪র্থতলে ভবন নং ব্লক ২ এবং পার্কিংস স্পেস একতলায় পার্কিং এক গাড়ি/ স্কুটার যথাযথ মাপের ভবন পরিচিত অত্রি গ্রিন এনক্লেভ নামে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, এলআর খতিয়ান নং ৪১৬, আরএস দাগ নং ২৮০ , এলআর দাগ নং ৪৬৪,মৌজা : ধামাজুত, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে সংখ্যায়িত হোল্ডিং নং ২৫৬, দ্বারির রোড, ওয়ার্ড নং ২৫, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ৫১৭ এবং ৫১৮; পূর্বে : আরএস দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯; দক্ষিণে : সু রসভা সড়ক; পশ্চিমে : সুরসভা সড়ক (সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮১০৮২৩০৯, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৯৩৮৩৯৯০)।
তারিখ : ২১.০৪.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই এগরা বাজার শাখা (১০৪২৪)
দিঘা মোড়, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪২৯
ইমেল : sbi.10424@sbi.co.in
পাবলিক নোটিশ

বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,একটি মূল স্বত্ব দলিল শ্রী লক্ষ্মী কান্ত কুলিয়া পিতা সুধীর চন্দ্র কুলিয়া এর নামে, সাকিন কসবা এগরা, ডব্লুডি ০৫, এগরা -৭২১৪২৯,লোন এ/সি নং ৩১৬৯১৫৭০৩০৩ (এইচবিএল) এবং ৩৫৬৩৩৭৫৪১৭৬ (এইচবিএল) তারিখ ২৯.০৩.২০১১ শ্রী লক্ষ্মী কান্ত কুলিয়া পিতা সুধীর চন্দ্র কুলিয়ার নামে - এসবিআই এগরা বাজার শাখার হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, থানা : এগরা, এডিএসআর এগরা, মৌজা : কসবা এগরা, জেএল নং ২৩। খতিয়ান নং ২৭৫ এবং ১৯০৮ (দ) ৫৪২৯ (এলআর) প্লট নং আরএস ৩৩৮৫/৩৯৮৪, এলআর ২৬৩০ এরিয়া ০৪ ডেসিমেল। ৩৮ডেসিমেল থেকে , শ্রেণি : বাস্তু, রেজি. চুক্তি মোতাবেক দায়বদ্ধ বিক্রয় দলিল নং ৪৮৪৩ তারিখ ২৫.০৮.২০০৪।
ইতিমধ্যেই আমি এগরা থানায়, পূর্ব মেদিনীপুর জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য ডিজিএ নং ১৩২৩ তাং ১৯.০৩.২০২৫ দায়ের করেছি সংশ্লিষ্ট হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে এসবিআই এগরা বাজার শাখায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ২৬.০৪.২০২৫
শাখা প্রবন্ধক
এগরা বাজার শাখা

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০১৬ সালের আইবিসি অধীনে নন-রেডিলি রিয়েলাইসেবল অ্যাসেটস (এনআরআরএ) এর নির্দেশ
কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN: U51909WB1995PLC072045)
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) বুক অনুযায়ী নিম্নোক্ত 'নন-রেডিলি রিয়েলাইসেবল অ্যাসেটস' ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৭এ এবং নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট শর্তাধীনে আগ্রহী পক্ষগণকে অপসারণের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' কোনও প্রতিশ্রুতি এবং ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। আগ্রহী পক্ষগণকে অংশগ্রহণের পূর্বে সম্যক অবধারণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
আরও অবগত করা হচ্ছে সম্পদ, নির্দেশ প্রক্রিয়া, উপযুক্ততার শর্তাদি এবং দাখিলের আবশ্যকতার বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে ।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশের তারিখ	২৬ এপ্রিল ২০২৫
২.	উপযুক্ততার নথি এবং ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ	১০ মে, ২০২৫, সংশ্লিষ্ট সকল আগ্রহী পক্ষকে সংশ্লিষ্ট LQ.Concast@in.gt.com উপযুক্ততার নথি সহ ইওআই দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ততার নথি প্রাকশর্ত হিসেবে গণ্য।
৩.	উপযুক্ত ডাকদাতার ঘোষণার তারিখ	১৫ মে ২০২৫
৪.	পর্যবেক্ষণ এবং সম্যক অবধারণের শেষ তারিখ	২২ মে, ২০২৫
৫.	প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ	২৯ মে, ২০২৫

বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন প্রস্তাবিত সম্পদের বিবরণ
কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড(দেউলিয়াগ্রস্ত) এর (ঋণগ্রহীতাগণ/অগ্রিম সহ) আর্থিক সম্পদের উদ্ধার এর নির্দেশ। আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আর্থিক সম্পদের বিস্তারিত এবং ইওআই প্রক্রিয়া নথি বিস্তারিতর জন্য আগ্রহী আবেদনকারীগণ কর্পোরেট ডেটর এর ওয়েবসাইট https://www.concastispat.com/nclt.html দেখতে পারেন।
গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :
১. লিকুইডেটর গৃহীত প্রস্তাব পর্যালোচনার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া, নিয়ম এবং শর্তাদির পরামর্শ দিতে পারেন।
২. লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়েই সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন অবস্থা থেকে যেকোনও পর্যায়ে যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা সকল প্রস্তাব বা সাময়িক স্থগিত/স্থগিত/বাতিল/ সংশোধন/প্রক্রিয়া বাতিল বা যেকোনও সম্পদ প্রত্যাহার এর অধিকার রাখেন।
৩. সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ৩৫ এর পরিমেল (এফ) সংস্থান অধীনে আগ্রহী ডাকদাতারা কোডের ধারা ২৯এ (সময়ে সময়ে সংশোধিত অনুযায়ী) উপযুক্ততার যোগ্যতা পূরণে ব্যর্থ হলে টেন্ডার/প্রস্তাব দাখিলের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।
ক্ষীতীজ ছাউছারিয়া
কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) - লিকুইডেটর
(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616)
এএফএ বৈধ ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত
কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সকল ইমেল আইডি
LQ.Concast@in.gt.com
নথিভুক্ত ঠিকানা : প্রযত্নে বি. ছাউছারিয়া অ্যান্ড কোং
স্থান : কলকাতা ৮এ এবং বি, সত্যম টাওয়ার ৩, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭
তারিখ : ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ইমেল : kshitiz@bccoindia.com

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪
পরিশিষ্ট-IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী সঞ্জু মজুমদার এবং সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রীমতি অনিমা মজুমদার, বেথুয়াডহরি উত্তরপাড়া, পো : বেথুয়াডহরি , নদিয়া, পিন : ৭৪১১২৬। শাখা : বেথুয়াডহরি।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৬০২/১৯৮৮ , বসবাসের ভবন অবস্থিত জেএল নং ৪৯, বেথুয়াডহরি মৌজা, খতিয়ান নং এলআর ২৬/১, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৪৯৩, বিলওয়াগারাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : বেথুয়াডহরি, থানা : নাকাশিপাড়া, জেলা : নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ৭৪১১২৬, এরিয়া : ৩.০০ ডেসিমেল, সম্পত্তি শ্রীমতি অনিমা মজুমদারের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া জিপি রোড; দক্ষিণে : কিরণময়ী দাশগুপ্তর সম্পত্তি; পূর্বে : তরঙ্গ মোহন বিশ্বাসের ভবন ; পশ্চিমে : সুব্রত দাসের ভবন।	১) ১৪.০১.২০২৫ ২) ২৩.০৪.২০২৫ ৩) ১৪,৯৩,৯১৬.৩৩ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরানব্বই হাজার নশো ষোলো টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী ভাস্বত মজুমদার, শাখা : বিরাটী	স্বত্ব দলিল নং ১-৮১২৬/২০২২। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং বি একতলায়, পরিমাণ আনুমানিক ৫২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ফ্ল্যাট নং সি একতলায়, পরিমাণ ৫৭০ বর্গফুট , জি-৩ তলা ভবনে নাম রূপক প্লাজা, মৌজা : নারাগড়, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১০১,তৌজি নং ১৫৫, উভয় আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৩৯/৩৯২৪ (জমিরপরিমাণ ২ কাঠা) এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৪০ (জমির পরিমাণ ১৪ কাঠা) আরএস খতিয়ান নং ৯৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৭৫৯, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৪, সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০১১৩, পানিহাটি পুরসভা অধীন,থানা : ঘোলা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৫৩৯/৩৯২৩ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : ৩০ ফুট চওড়া সুভাষ রোড। পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, এবং ভুবন মোহন সাহা; পশ্চিমে : সুজিৎ ধর এবং অন্যান্য।	১) ০৪.০২.২০২৫ ২) ২৩.০৪.২০২৫ ৩) ৪১,৩৬,৪৯৩.৯৫ টাকা (একচল্লিশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি পিঙ্কি রুদ্র, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স দ্য রয়েল বেঙ্গল ব্যাঙ্কোয়েট হল। শাখা : চাকদহ	ব্যাঙ্কের টাকায় ক্রয় করা মজুত দায়বদ্ধ এবং সমুদয় স্থায়ী সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ই দায়বদ্ধ।	১) ২৭.০১.২০২৫ ২) ২৪.০৪.২০২৫ ৩) ১,০২,৯১,৯২৬.০০ টাকা (এক কোটি দুই লাখ একানব্বই হাজার নশো ছাব্বিশ টাকা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি পিঙ্কি রুদ্র, স্বত্বাধিকারী-মেসার্স মিনাক্ষী ট্রেডার্স, জামিনদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র, শ্রী মৃনাল রুদ্র এবং শ্রীমতি সোনিয়া রুদ্র। শাখা : চাকদহ	সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ১৬৭,১৬৯, খতিয়ান নং ২৫৮ (আরএস), ৩৩৮২(এলআর),২৬১ (আরএস), ১৪৬৪ (এলআর), (দলিল অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, ৪০/২), হোল্ডিং নং ১২৯/১(১২৯) কর হোল্ডিং নং ১৬৪, ওয়ার্ড নং ০১, চাকদহ পুরসভা, জেলা : নদিয়া, এরিয়া : ১৯.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫১৩২-২০১২ (১০.০০ ডেসিমেল) এবং ১-৫০৩৭ তারিখ ২০১২ (৯.০০ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এস চক্রবর্তীর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; দক্ষিণে : এ চন্দ্র দাস এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট রোড ; পূর্বে : এস আর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে: পি রুদ্র এর সম্পতিত এবং ৬ ফুট সড়ক চলার (বন্ধকদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র) সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৭,আরএস খতিয়ান নং ২৫৮,২৬১,এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, চাকদহ পুরসভা অধীন, জেলা : নদিয়া, পরিমাণ এরিয়া ৬.০০ ডেসিমেল। সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল নং ১-৫০৩৮/২০১২ অনুযায়ী)। উত্তরে : চন্দনা রায় এবং অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : অনুকূল চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যর জমি , পূর্বে : হেমন্ত গাইন এর জমি , পশ্চিমে : বিক্রেতার জমি (বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সোনিয়া রুদ্র)।	১) ২৭.০১.২০২৫ ২) ২৪.০৪.২০২৫ ৩) ৩৭,৯৪,৬২০.০৭ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার ছশো কুড়ি টাকা এবং সাত পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী পার্থ রদ্র সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি পিঙ্কি রুদ্র, শ্রীমতি শিপ্রা রুদ্র, জামিনদাতা : শ্রী মৃণাল রুদ্র, শাখা : চাকদহ	সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ১৬৭, ১৬৯, খতিয়ান নং ২৫৮ (আরএস), ৩৩৮২(এলআর),২৬১ (আরএস), ১৪৬৪ (এলআর), (দলিল অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, ৪০/২), হোল্ডিং নং ১২৯/১(১২৯) কর হোল্ডিং নং ১৬৪, ওয়ার্ড নং ০১, চাকদহ পুরসভা, জেলা : নদিয়া, এরিয়া : ১৯.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫১৩২-২০১২ (১০.০০ ডেসিমেল) এবং ১-৫০৩৭ তারিখ ২০১২ (৯.০০ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এস চক্রবর্তীর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; দক্ষিণে : এ চন্দ্র দাস এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট রোড ; পূর্বে : এস আর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে: পি রুদ্র এর সম্পতিত এবং ৬ ফুট সড়ক চলার (বন্ধকদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র)	১) ২৯.০১.২০২৫ ২) ২৪.০৪.২০২৫ ৩) ১০,১১,৫০৭.০০ টাকা (দশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ সাত টাকা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী মৃণাল রুদ্র, সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী পার্থ রুদ্র, শ্রীমতি পিঙ্কি রুদ্র। শাখা : চাকদহ	সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ১৬৭, ১৬৯, খতিয়ান নং ২৫৮ (আরএস), ৩৩৮২(এলআর),২৬১ (আরএস), ১৪৬৪ (এলআর), (দলিল অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, ৪০/২), হোল্ডিং নং ১২৯/১(১২৯) কর হোল্ডিং নং ১৬৪, ওয়ার্ড নং ০১, চাকদহ পুরসভা, জেলা : নদিয়া, এরিয়া : ১৯.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫১৩২-২০১২ (১০.০০ ডেসিমেল) এবং ১-৫০৩৭ তারিখ ২০১২ (৯.০০ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এস চক্রবর্তীর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; দক্ষিণে : এ চন্দ্র দাস এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট রোড ; পূর্বে : এস আর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে: পি রুদ্র এর সম্পতিত এবং ৬ ফুট সড়ক চলার (বন্ধকদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র)	১) ২৯.০১.২০২৫ ২) ২৪.০৪.২০২৫ ৩) ২৭,৩৩,৬১১.৫১ টাকা (সাতাশ লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো এগার টাকা এবং একান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী পার্থ রুদ্র, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স রুদ্র গারমেন্টস। জামিনদাতা : শ্রীমতি পিঙ্কি রুদ্র। শাখা : চাকদহ	সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ১৬৭, ১৬৯, খতিয়ান নং ২৫৮ (আরএস), ৩৩৮২(এলআর),২৬১ (আরএস), ১৪৬৪ (এলআর), (দলিল অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, ৪০/২), হোল্ডিং নং ১২৯/১(১২৯) কর হোল্ডিং নং ১৬৪, ওয়ার্ড নং ০১, চাকদহ পুরসভা, জেলা : নদিয়া, এরিয়া : ১৯.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫১৩২-২০১২ (১০.০০ ডেসিমেল) এবং ১-৫০৩৭ তারিখ ২০১২ (৯.০০ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এস চক্রবর্তীর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; দক্ষিণে : এ চন্দ্র দাস এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট রোড ; পূর্বে : এস আর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি ; পশ্চিমে: পি রুদ্র এর সম্পতিত এবং ৬ ফুট সড়ক চলার (বন্ধকদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র)	১) ২৯.০১.২০২৫ ২) ২৪.০৪.২০২৫ ৩) ৩৭,৮৭,৮৫০.৬৩ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী পার্থ রুদ্র (বন্ধকদাতা), স্বত্বাধিকারী -মেসার্স রুদ্র কনস্ট্রাকশন, জামিনদাতা : শ্রী মৃণাল রুদ্র, শ্রী পিঙ্কি রুদ্র, শ্রীমতি সোনিয়া রুদ্র। শাখা : চাকদহ	সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ১৬৭, ১৬৯, খতিয়ান নং ২৫৮ (আরএস), ৩৩৮২(এলআর),২৬১ (আরএস), ১৪৬৪ (এলআর), (দলিল অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ১৪৬৫, ৪০/২), হোল্ডিং নং ১২৯/১(১২৯) কর হোল্ডিং নং ১৬৪, ওয়ার্ড নং ০১, চাকদহ পুরসভা, জেলা : নদিয়া, এরিয়া : ১৯.০০ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫১৩২-২০১২ (১০.০০ ডেসিমেল) এবং ১-৫০৩৭ তারিখ ২০১২ (৯.০০ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এস চক্রবর্তীর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; দক্ষিণে : এ চন্দ্র দাস এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট রোড; পূর্বে : এস আর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পশ্চিমে: পি রুদ্র এর সম্পতিত এবং ৬ ফুট সড়ক চলার (বন্ধকদাতা : শ্রী পার্থ রুদ্র)	

তারিখ - ২৩.০৪.২০২৫, ২৪.০৪.২০২৫
স্থান - বেথুয়াডহরি, বিরাটি, চাকদা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিহারের কাটিহার থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনে মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক

এখনও অধরা আরও এক অভিযুক্ত বাবলু যাদব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় চার মাস পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পরল মালদার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহান। বৃহস্পতিবার বিহারের কাটিহার থেকে অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজককে গ্রেপ্তার করে মালদা পুলিশ। বিহার রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারদের সহযোগিতা নিয়েই বাবলা সরকার খুনের মূল চক্রীকে গ্রেপ্তারের পর শুক্রবার মালদা নিয়ে আসা হয়। এদিন ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় আরো এক অভিযুক্ত বাবলু যাদবকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। কৃষ্ণ এবং বাবলু'র বিরুদ্ধে বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল জেলা পুলিশ। এদিকে বাবলা সরকার খুনের মাস্টারমাইন্ড কৃষ্ণ রজক গ্রেপ্তার হতেই আবারো নতুন করে বড় মাথার তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। নিহত বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার বলেন, পুলিশ ভালো কাজ করেছে। ধৃত কৃষ্ণ রজক শার্প শ্যুটার। এই মূল চক্রী গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতদিন

যারা আড়ালে অথবা অন্তরালে রয়ে গিয়েছে, তাদের নাম হয়তো উঠে আসতে পারে। মালদার একজন জনপ্রিয় নেতাকে তার এলাকায় ঢুকে দিনের আলোতেই এলোপাথাড়ি গুলিতে খুন করছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি বাবলা সরকার নিজের এলাকা মহানন্দাপল্লিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন। একটি মোটরবাইকে করে আসা চারজন দুষ্কৃতী তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের গাড়ি ধাওয়া করেই মহানন্দাপল্লিতে এসে তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করে। এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং একদা সিপিএমের নেতা স্বপন শর্মা বিহারের তিন পেশাদার খুনি সহ মোট আটজন গ্রেপ্তার হয়েছিল। কৃষ্ণ রজক গ্রেপ্তারের পর সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল মোট ৯ জন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কৃষ্ণ রজকের বাড়ি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রেল কলোনি এলাকায়। পেশায় গোয়ালা কৃষ্ণ রজক মানুষের বাড়ি বাড়ি গোরুর দুধ সরবরাহ করে বেড়াত। একটা সময় গোরুর দুধ সরবরাহের কাজ বন্ধ করে জমি জায়গায় ব্যবসায় নেমে পড়েছিল অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক। কোনও কারণবশতঃ বাবলা সরকারের সঙ্গে অভিযুক্তের জমি জায়গার টাকা পয়সা হিসাব নিয়ে গোলমাল হয়ে থাকতে পারে বলেও ধারণা পুলিশের। পাশাপাশি গোরুর দুধ বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও পরিচয় হয়েছিল ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং স্বপন শর্মার সঙ্গে কৃষ্ণ রজকের। বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে এই কৃষ্ণ রজকের সঙ্গে ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং স্বপন শর্মার ফোনে একাধিকবার কথা হয়েছে। তাদের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল, সিসিটিভি ফুটেছে সেই তথ্য উঠে এসেছে। কিন্তু তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় যে ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছিল, মূলত সেই টাকা এই কৃষ্ণ রজক এবং আরেক অভিযুক্ত বাবলু যাদবের হাত দিয়েই সরবরাহ করা হয়। এত মোটা অঙ্কের টাকা কোথায় পেয়েছিল তারা। সেটি নিয়েও এখন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে জেলা পুলিশ। যদিও বিহার থেকে কৃষ্ণ রজক গ্রেপ্তার হলেও এখনো গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে বাবলু যাদব।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাবলু যাদবের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

নবদ্বীপে নির্যাতিতা গৃহবধূর বাড়িতে গেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সম্প্রতি নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণাঞ্চলে এলাকার ৫ যুবকের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন বছর ১৮-র গৃহবধূ। শুক্রবার নির্যাতিতা ওই গৃহবধুর বাড়িতে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য। শুক্রবার তার বাড়ি গিয়ে নারকীয় সেই ঘটনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে শোনেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার।

গত ২ এপ্রিল রাতে এলাকার ৫ যুবকের দ্বারা শাররিক নির্যাতনের শিকার হন স্থানীয় ওই গৃহবধূ। ঘটনায় ৭ এপ্রিল থানায় ওই ৫ জন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করলে। তদন্তে নেমে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এক আভিযুক্ত এখনও পলাতক। অপরদিকে প্রথমে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করলেও পরবর্তীকালে সমাজমাধ্যমে গণধর্ষণের অভিযোগ করেন নির্যাতিতা। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার বাড়িতে পরিদর্শনে আসেন জেলা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। শুক্রবার দুপুরে নির্যাতিতার বাড়িত যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। অন্যদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নবদ্বীপ থানার আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারির নেতৃত্বে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন অর্চনা মজুমদার নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে ঘটনার দিন কি হয়েছিল তা বিস্তারিত শোনেন। পাশাপশি দোষীরা যাতে কঠোরতম শাস্তি পায় তার আবেদন জানান প্রশাসনের কাছে। এছাড়াও নির্যাতিতা ওই গৃহবধূর পাশে তারা থাকবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিডিও অফিস গেট অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মহিলাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন বিডিও, এই দাবি নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা বিডিওর গেট অবরোধ করে রাখলেন প্রায় দুই শত সংঘের মহিলারা। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ নং ব্লকের এই ঘটনা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ব্লকের মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনন্দধারার আইএফসি (ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার) প্রকল্পে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল ব্লকের তিনটি সংঘ, যার শেষ তারিখ ছিল ২০ এপ্রিল। সংঘ ২৩ এপ্রিল ইন্টারভিউর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। কিন্তু হঠাৎ করে সংঘের কাছে ব্লক থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয় তাতে লেখা ইন্টারভিউর জন্য বিজ্ঞপ্তি, এবং বিডিও ইস্যু করেছেন। বিপাকে পড়ে যান সকলে, কারণ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যে অথোরিটি নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করবে তিনিই অর্থাৎ সেই অথরিটিই ইন্টারভিউর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করবে কিন্তু এখানে তার উল্টো। কি কারণে এমন হয়েছে তার উত্তরে সংঘের মহিলারা বলেন, এটা পুরোপুরি বেআইনিভাবে বিডিও করেছিলেন, আমরা আন্দোলন করাতে বিডিও ভুল স্বীকার করে ইন্টারভিউ বাতিল লিখিতভাবে করলেন। আইএফসি প্রকল্পের রূপায়নকারী সংস্থা সংঘ সমবায় তাই সংঘ সমবায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না এই দাবি তোলা হয়। স্কুল ড্রেস তৈরির ক্ষেত্রেও ব্লকের বেআইনি হস্তক্ষেপ করা চলবে না বলে দাবি তুলেন সংঘের সদস্যারা। এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে পাশে ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের লোকজনও।

সিপিআইএম পরিচালিত পঞ্চায়েতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ও পঞ্চায়েতে পরিষেবা পেতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের, এই দাবি তুলে শুক্রবার রানিগঞ্জ ব্লকের আমড়াসোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রধানকে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল ওই পঞ্চায়েতেরই তৃণমূল পঞ্চায়েতের সদস্য ও তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। অভিযোগ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে মুখ চেনা মানুষজনেদের। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, অবিলম্বে দশটি এলাকায় জলের কলের ব্যবস্থা করতে হবে। সাপ্তাহিক ভাবে গ্রাম অঞ্চলের নর্দমা পরিষ্কার করতে হবে। বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এলাকায় যে সমস্ত জলের ট্যাংক রাস্তার ধারে রয়েছে, সেগুলিতে জল সরবরাহ করার দাবি তোলে তারা। একই সঙ্গে অভিযোগ করে রেসিডেন্সিয়াল ও ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়াতে হয়রানি করা হয়, সেই হয়রানি বন্ধ করতে হবে। তার সঙ্গে সমব্যথী প্রকল্পের ২০০০ টাকা পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছে গ্রাহকরা বলেও অভিযোগ। এদিনের এই কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভকারীরা দাবি করে তাদের সাত দিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি দাবি পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান যা না হলে তারা আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলেই জানান।

গ্রাম প্রধান সঞ্জয় হেমব্রম জানিয়েছেন, বিষয়গুলি নিয়ে তিনি পূর্বেই সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরগুলির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতেও বিভিন্ন যে সকল কাজ এলাকায় বাকি রয়েছে সেগুলিকে দ্রুত করার জন্য তিনি উদ্যোগ নেবেন। আর যে সকল কাজগুলি আগামীতে সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে করার বিষয় রয়েছে সেগুলি তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যদিও তিনি পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি সঠিক নয় বলেই দাবি করেন।

কর্মী হেনস্তা ও বিএলআরও দপ্তরের নথি হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিএলআরও দপ্তরের দুই কর্মীকে হেনস্তা ও তাদের মারধর সহ বিএলআরও দপ্তরের নথি জোর করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে নাদনঘাট থানার পারুলডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সরস্বতী দশাদ নামের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাকে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন আদালতের বিচারক ওই মহিলার শর্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। যদিও ওই মহিলা এদিন আদালত চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তিনি জানিয়েছেন, অবৈধ কাজ হচ্ছিল তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আর সেই কারণেই তার উপর আক্রমণ করে বিএলআরও দপ্তরের কর্মীরা। তিনি কাউকেই মারধর করেননি। বিএলআরও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পারুলডাঙ্গা মৌজায় একটি ডোবা ছিল। সেটি ভরাট হয়েছিল বহু বছর আগে। সেটি নিয়েই অফিসে কথা বলতে এসেই ওই মহিলা তাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে। ঘটনায় বিএলআর ও দপ্তরের তরফে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে কালনা মহকুমা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ।

তীব্র গরমে পুরশুড়ায় পানীয় জলের সংকট মেটাতে ডেপুটেশন বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জল জীবন মিশনের আওতায় 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার দাবিত পিএইচই দপ্তরের বিধায়ক বিমান ঘোষ। কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশনের অন্তর্গত 'হর ঘর জল' প্রকল্পের অধীনে পুরশুড়া বিধানসভা এলাকায় একাধিক কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কোথাও কেবলমাত্র পাইপ বসানো হয়েছে, কোথাও আবার কেবল জলাধার (জলের ট্যাংক) নির্মিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ

এখনো সম্পন্ন হয়নি। জল প্রকল্পের কাজ পুরশুড়া বিধানসভার যে সব জায়গায় হচ্ছে সেই সব জায়গায় কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ কাঙ্খিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য জল জীবন মিশনের আওতায় 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ যাতে দ্রুত সম্পূর্ণ করা হয় সেজন্য পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ আরামবাগ মহকুমার পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি লিখিতভাবে জানান। এই জল প্রকল্পের আওতাধীন অসম্পূর্ণ কাজগুলি যেন দ্রুত সম্পূর্ণ করা হয় এবং এই অর্থবর্ষের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত যাতে হয় সেই কথাও বিধায়ক পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে বলেন। এছাড়াও পুরশুড়া বিধানসভা এলাকার কিছু জায়গায় জলের ট্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। সেই সব জায়গায় জরুরি সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। উল্লেখ্য, ভাঙা মোড়া, জঙ্গল পাড়া, সোদপুর, চিলাডাঙি, শ্যামপুর, হরাদিত্য, হরিণখোলা, ডিহিবাতপুর সহ রামমোহন ১ অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ জায়গা জল সংকট বলে এলাকাবাসীর দাবি। এদিন বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন পুরশুড়া ২ রামমোহন ১ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ অন্যান্য পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, পুরশুড়া বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় মানুষের পানীয় জলের কষ্ট আছে। মানুষকে এক কিলোমিটার গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। যেখানে জলের লাইন চলে গেছে অথচ জল পড়ছে না এরকম অনেক জায়গা আছে। কোথাও জলের ট্যাংক রেডি আছে কানেকশন করেনি। এই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য এবং তাড়াতাড়ি এই সমস্যাগুলো যাতে সমাধান হয়ে যায় তার জন্য আমরা এখানে এসেছি। পাশাপাশি পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ ভট্টাচার্য জানান, আমাদের আরামবাগ মহকুমায় ৬টি ব্লক আছে সেখানে কাজ চলছে। কিছু জায়গায় টিউবওয়েল হয়ে গেছে, জল ট্যাঙ্ক নির্মাণ হয়নি, রিজার্ভের কাজ রানিং আছে বা কোথায় হয়তো শুরু হয়নি, সেটা আগামী দিনে শুরু হবে। খুব শীঘ্রই আগামী দিনে চালু হবে আশা রাখছি।

ভেজাল দুধ-কাণ্ডে জড়াল তৃণমূল নেতার নাম

গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুধের সঙ্গে রাসায়নিক মিশিয়ে বিক্রি করার অভিযোগ ওঠে। আর সেই ঘটনায় নাম জড়ায় ওই তৃণমূল নেতার। ভেজাল দুধ-কাণ্ডে জড়াল তৃণমূল নেতার নাম। গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিপ্লব সরকার। শুক্রবার তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

এই ঘটনায় কটাক্ষ করছে বিজেপি। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে তারা। বিজেপির সপ্তগ্রাম মণ্ডলের সভাপতি অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, যে দুধ শিশুরা খায়, সেই দুধে কেমিক্যাল মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করা হত। রাজহাট পঞ্চায়েতে হোসনবাদের একটা হোটেলে এই কারবার চলছিল। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করেছে, এবার ছোট শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না।'

অভিযোগ ছিল, দুধে রাসায়নিক মিশিয়ে পরিমাণ বাড়িয়ে সেই দুধ বিক্রি করা হত। গত ১৩ এপ্রিল পোলবা থানার হোসনাবাদে একটি হোটেলে দুধে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। একটি দুধের ট্যাঙ্কার ও একটি ছোট গাড়ি

আটক করা হয়। পরে গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ওই ঘটনায় পোলবা থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। সেই এফআইআর-এই নাম ছিল তৃণমূল নেতা বিপ্লব সরকারের। তাঁকেই এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও নাম রয়েছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ব্যবসায়ী সোনা শীলের।

পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ, ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোম স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গঙ্গারামপুরে পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে পুড়ে যায় টিনের বাড়ির এক অংশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বোম স্কোয়াড। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়াত বিজয় মজুমদারের ওই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে এদিন বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিজয় মজুমদারের প্রয়াণের পর তাঁর পরিবারের লোকেরা ওই বাড়িটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এদিন সেই বাড়িতে বিস্ফোরণের খবর পেতেই চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র ও গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে বোম স্কোয়াড।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের দিকেই আঙুল তুলেছেন বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল এইভাবে মানুষের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। অবৈধ অস্ত্র গুলি দ্রুত উদ্ধার করা উচিত এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করা উচিত।'

এ বিষয়ে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, 'পরিত্যক্ত বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে বোম বিস্ফোরণ হয়েছে না অন্য কিছু ঘটেছে তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বিজেপি বরাবরই এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে। বিজেপির যে নেতা বলেছে বোম ফেটেছে, তিনি যখন সব জানেন তখন তাকেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তিনি সব বলতে পারবেন।' এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'এখনই পুরো বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা যাবে না। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'সিয়েনা সলিউশনস চ্যালেঞ্জ' জিতল পুরুলিয়ার গান্ধি হাই বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পরপর দু'বছর আমেরিকার 'সিয়েনা সলিউশনস চ্যালেঞ্জ' আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিল পুরুলিয়ার গান্ধি হাই বিদ্যালয়। শারীরিকভাবে অক্ষম বা যাদের হাঁটাচলা অত্যন্ত কষ্টকর, তারা যাতে দৈনন্দিন জীবনে সহজে যাতায়াত করতে পারেন, তাই স্কুলের শিক্ষক সজল ঘোষের অনুপ্রেরণায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিলে তৈরি করেছে এক অত্যাধুনিক মোবিলিটি ডিভাইস স্ট্রাইড ইজ, যা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য এনে দিয়েছে। এই বছর আমাদের দেশ থেকে দুটি মাত্র স্কুল এই সম্মান লাভে সফল হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি পুরুলিয়ার গান্ধি হাই বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয়টি লখনউয়ের একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরাও যে পিছিয়ে নেই, সাহায্য এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারাও যে নতুন কিছু করে দেখাতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই আন্তর্জাতিক সাফল্য। সিয়েনা সলিউশনস চ্যালেঞ্জ পুরস্কার ২০২৫ জিতে পুরুলিয়ার স্টেশন পাড়ায় অবস্থিত গান্ধি হাই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সজল ঘোষ জানিয়েছেন, তার তত্ত্বাবধানে এই মডেল তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ৮০টি দেশ থেকে ৯০০টি প্রজেক্টের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে মোট দুটি বিদ্যালয় এই পুরস্কার পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র বিদ্যালয়, যারা এই পুরস্কার জিতেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের এই প্রজেক্ট স্ট্রাইড ইজ, পাওয়াতে খুব আনন্দিত হয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজু মাহাতো, তানিশা খাতুন, লাডলি বাউড়ি প্রমুখরা জানিয়েছেন, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যেভাবে আমাদের শিখিয়েছে সেভাবেই প্রজেক্ট বানিয়ে আমরা পাঠিয়েছিলাম। পুরস্কারের খবরে

যাতে ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের রোবটিক্স ও অটোমেশনের ওপর হাতে-কলমে শেখাতে হয়েছে। এভাবে প্রজেক্ট বেসড লার্নিং এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লক্ষ্মী দে জানান, আমরা এই পুরস্কার আমরা খুব আনন্দিত আরও অনুপ্রেরণা বাড়াবে আমাদের। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়া কমিউনিটির স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের অবদানও রয়েছে। এই প্রজেক্টের পিছনে উল্লেখ্য ঐশী সরকার এবং আয়ুষ্মান কর্মকার যথাসাধ্য সাহায্য করেছে তাদের নিজস্ব জ্ঞান এবং প্রযুক্তি দিয়ে এই মডেলকে সফল করে তুলতে।

KESORAM

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L17119WB1919PLC003429
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121 । ই-মেল : corporate@kesoram.com । ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩১ মার্চ, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ পূর্ব বর্ষ ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম										
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৯.০০	৫.২৪	৫.৭৫	২৩.৮১	২১.৯৬	৮৪.৩৫	৬৬.৪৩	৮৪.৮০	২৭৯.৩৪	২৭৪.৪১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(২৯.৮৭)	০.১৭	(১.৩২)	(৩৪.৭০)	(৭.৮৮)	(২৯.০৩)	(১৮.৪৫)	(৭.৮০)	(৯১.০৫)	(৭৫.৫২)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(১৫৬.১২)	(৬৩.৫৮)	(১৬.৫৪)	(২২৪.৭০)	(২৩.১০)	(২৯.০৩)	(১৮.৪৫)	(৭.৮০)	(৯১.০৫)	(৭৫.৫২)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(১৪৯.৪০)	(৬৩.৪৭)	(২০.৯৭)	(২৪৪.১২)	(২৭.৫৩)	(২২.৩১)	(১৮.৩৪)	(১২.২৩)	(১১০.৪৭)	(৭৯.৯৫)
	অচলতি কার্যক্রম										
৫	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	৫,৭৮৭.৯৩	(৫০.৮৩)	(২২৮.৪৪)	৫,৬৭৫.৬৩	(৩০১.৪৩)	৫,৭৮৭.৯৩	(৫০.৮৩)	(২২৮.৪৪)	৫,৬৭৫.৬৩	(৩০১.৪৩)
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৫,৬৩৩.৫৬	(১১৪.৩০)	(২৫১.৯২)	৫,৪৩১.২৪	(৩৩০.৮৮)	৫,৭৫৬.১০	(৬৯.১৭)	(২৩৭.৭৬)	৫,৫৬০.৩৪	(৩৭৮.৩৭)
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	২৩৪.২২	৬.৫৯	-	-	-	১৪০.৭৮	(২১৫.৯৪)
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
১০	নিট মূল্য	৫৪১.৮১	১১১.৮৭	৩১৪.১৯	৫৪১.৮১	৩১৪.১৯	৪০৬.৮৭	(১৪৫.৬১)	৫০.১৫	৪০৬.৮৭	৫০.১৫
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)										
ক)	**চলতি কার্যক্রম :**										
	- মৌলিক ইপিএস	(৪.৮১)	(২.০৪)	(০.৬৮)	(৭.৮৬)	(০.৮৯)	(০.৭২)	(০.৫৯)	(০.৩৯)	(৩.৫৬)	(২.৫৭)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(৪.৮১)	(২.০৪)	(০.৬৮)	(৭.৮৬)	(০.৮৯)	(০.৭২)	(০.৫৯)	(০.৩৯)	(৩.৫৬)	(২.৫৭)
খ)	**অচলতি কার্যক্রম :**										
	- মৌলিক ইপিএস	১৮৬.৩১	(১.৬৪)	(৭.৪৭)	১৮২.৭০	(৯.৭৯)	১৮৬.৩১	(১.৬৪)	(৭.৪৮)	১৮২.৭০	(৯.৭৯)
	- মিশ্রিত ইপিএস	১৮৬.৩১	(১.৬৪)	(৭.৪৭)	১৮২.৭০	(৯.৭৯)	১৮৬.৩১	(১.৬৪)	(৭.৪৮)	১৮২.৭০	(৯.৭৯)
গ)	**চলতি এবং অচলতি কার্যক্রম :**										
	- মৌলিক ইপিএস	১৮১.৫০	(৩.৬৮)	(৮.১৫)	১৭৪.৮৪	(১০.৬৮)	১৮৫.৫৯	(২.২৩)	(৭.৮৭)	১৭৯.১৪	(১২.৩৬)
	- মিশ্রিত ইপিএস	১৮১.৫০	(৩.৬৮)	(৮.১৫)	১৭৪.৮৪	(১০.৬৮)	১৮৫.৫৯	(২.২৩)	(৭.৮৭)	১৭৯.১৪	(১২.৩৬)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com-তে পাওয়া যাবে।

খ) পূর্ববর্তী বছরে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ ('বোর্ড') ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড (' দ্য রেজাল্টিং কোম্পানি') এর মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ২৩০-২৩২ এর অধীনে একটি ব্যবস্থা পরিকল্পনা (' দ্য স্কিম') অনুমোদন করেছিল, যার নির্ধারিত তারিখ ছিল ১ এপ্রিল, ২০২৪। এই প্রকল্পে ছিল কোম্পানি থেকে সিমেন্ট ব্যবসা ('ডিমার্জড আন্ডারটেকিং') বিচ্ছিন্ন করা । মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ এবং মুম্বাই বেঞ্চ (সম্মিলিতভাবে 'মাননীয় ট্রাইব্যুনাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে) যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ এবং ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে এই প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। স্কিমের ২১ নং ধারায় উল্লিখিত পূর্ববর্তী সমস্ত শর্ত পূরণের পর, কোম্পানি এবং রেজাল্টিং কোম্পানি ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখকে কার্যকর তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করে। কার্যকরী এই প্রকল্প অনুসারে, নির্ধারিত তারিখ ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, সিমেন্ট ব্যবসাটি কোম্পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রেজাল্টিং কোম্পানির কাছে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, অনুমোদিত প্রকল্পের অনুচ্ছেদ ১০.১-এ উল্লিখিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে কোম্পানি বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রভাব স্বীকার করেছে এবং কার্যকর তারিখে বিচ্ছিন্ন আন্ডারটেকিং সম্পর্কিত সমস্ত সম্পদ এবং দায় কার্যকর তারিখের ঠিক আগে তার হিসাব বইতে প্রদর্শিত মূল্যে স্থানান্তর করেছে এবং তদনুসারে তার হিসাব বই থেকে হ্রাস করেছে। কোম্পানি উপরোক্ত সম্পদ এবং দায়গুলির ন্যায্য মূল্য সাধারণ রিজার্ভ/সংরক্ষিত আয়ে ডেবিট করেছে যা তার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে অ-কার্যকর সম্পদের বিতরণ প্রতিনিধিত্ব করে। উপরে উল্লিখিত বুক ভ্যালু এবং ন্যায্য মূল্যের পার্থক্য লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে স্বীকৃত। পূর্ববর্তী সমস্ত সময়ের জন্য সিমেন্ট ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ কার্যক্রম হিসাবে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ) ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের রাশিগুলি হল পুরো আর্থিক বর্ষ সম্পর্কিত নিরীক্ষিত রাশি এবং প্রাসঙ্গিক আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত রাশিগুলির মধ্যে ভারসাম্যকারী রাশি।

ঘ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
পি রাধাকৃষ্ণাণ
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

মুম্বই ঘুরে দাঁড়াতে পারলে, আমরা পারব না কেন: মঈন আলি

আজ ঘরের মাঠে শ্রেয়সদের হারিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায় নাইটরা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ● শুভ্রনাথ ভৌমিক

আজকের ইডেনে নাইটদের জোড়া লক্ষ্য। একদিকে, পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে প্লে অফের স্বপ্ন ভাসিয়ে রাখার লড়াই, অন্যদিকে, ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিজেদের শক্তিটুকু দেখানো। তাই ম্যাচটা যতটা কেকেআর বনাম পাঞ্জাব, তার থেকে অনেক বেশি কেকেআর বনাম শ্রেয়স আইয়ারের। ইডেনকে হাতের তালুর মতোই চেনেন শ্রেয়স। গতবার ১০ বছর পর কেকেআরকে আইপিএলে চ্যাম্পিয়নও করেছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। পরিসংখ্যান বলছে শ্রেয়স কিন্তু এবার ভালো ছন্দে আছেন। এখনও পর্যন্ত চলতি আইপিএলে ৮ ম্যাচে ২৬৩ রান করেছেন, সর্বোচ্চ স্কোর অপরাজিত ৯৭। শুধু শ্রেয়স নয় একইসঙ্গে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচে পাঞ্জাব প্রবল হয়ে ফোকাসে থাকবেন চাহালও। কারণ প্রথম পর্বের ম্যাচে চাহালের ঘূর্ণিতে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল কেকেআর। ইডেনে উইকেটে থেকে একটু সাহায্য পেলেই চাহাল জ্বলে উঠতে পারেন। পঞ্জাব ম্যাচে নাইট দলে বদল হতে পারে। রোভম্যান পাওয়েলকে নেওয়া হতে পারে। ম্যাচের আগের দিন শুক্রবার যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে নাইট রাইডার্সের অলরাউন্ডার মঈন আলি আশার বাণী শোনালেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যদি গত ৪ ম্যাচ হারের পরে জিততে পারে আমরা পারব না কেন! কয়েকটা ম্যাচ খারাপ গিয়েছে। ভালো ব্যাটিং হয়নি। চাপ আছে। কিন্তু সেটাকে উপভোগ করেই সাফল্য পেতে হবে। আমরা আশাবাদী নক আউট নিয়ে। আমাদের ভালো খেলতে হবে। সকলেই জানে কী করতে হবে। সেইভাবে সকলে মানসিকভাবে সকলে প্রস্তুত। আমরাও পারি।

এবার কেকেআরের ওপেনিং জুটি শুরু থেকেই ফ্লপ। ফলে তিন নম্বরে নামা অজিঙ্ক রাহানেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। শেষ ম্যাচে গুজরাতের বিরুদ্ধে একাই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। বোলিংয়ে কেকেআরের ভরসা দুই স্পিনার বরুণ ও নারিন। এই দুই জনের উপরই অনেকটা নির্ভর করছে কেকেআরের ভাগ্য। কেকেআরের সমস্যা লোয়ার অর্ডার নিয়েও। সে সম্পর্কে মঈন বলেন, 'লোয়ার অর্ডার ভালো করছে না ঠিক। এই নিয়ে ম্যানেজমেন্টে কথা বলেছে। তবে এটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ভালো ব্যাটসম্যান আছে। ব্যাটিং গভীরতা আছে। ব্যাটিংয়ের শক্তি হল সকলে ভালো শট খেলতে পারে। নারিনের মতো আগ্রাসী ব্যাটসম্যান আছে। রাহানের মতো ক্লাসিক ব্যাটার আছে। রাসেলের মতো বিধ্বংসী ব্যাটার আছে। ভেঙ্কি, রিঙ্কুর মতো ব্যাটার আছে। ওরা খুব প্রতিভাবান। সব মশলাই আছে। তাই আশাবাদী।' পাঞ্জাবের কাছে গত ম্যাচে লজ্জার হার সেই বিষয়ে মঈন বলেন, 'গত ম্যাচ আমরা খারাপভাবে হেরেছি। তবে এটা হতেই পারে। এটা ভোলা কঠিন। কিন্তু এখান থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। চাহালের গত ম্যাচের পারফরমেন্স আমাদের মনে আছে। তবে ভয় পাচ্ছি না।' ইডেনে কেকেআরের অনুশীলনে দেখা গেল উমরান মালিককে। যিনি ইতিমধ্যেই আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু ফের উমরানকে দেখে নাইটদের অনুশীলনে চর্চা শুরু হয়ে যায়। তবে ধোঁয়াশা উড়িয়ে কেকেআরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, উমরান কেকেআর দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর রিহ্যাব চলবে।

ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, মাঠে মঈন আলির সঙ্গে আলোচনা কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের।

মাইলস্টোনের ম্যাচে ব্যর্থ মাহি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেন্দ্র সিং ধোনির মাইলফলক ম্যাচ। ৪০০ তম ম্যাচে ফিরলেন ৬ রান করে। ব্যর্থ তিনি। ব্যর্থ গোটা দলই। দু'দলই টেবিলের তলানিতে। কে কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে সেই চেষ্টাই ছিল। এমন ম্যাচে টেবিলে সবার নিচে ১০ নম্বরে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসকে ১৫৪ রানে গুটিয়ে দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ঘরের মাঠ এম এ চিদাম্বরম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামে চেন্নাই। ব্রেভিস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। ৩০ রান করেন আয়ুস মাত্রে। দীপক হুডা করেন ২২। রবীন্দ্র জাদেজা করেন ২১। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ৪ উইকেট নেন হর্ষল প্যাটেল।

৪০০ তম টি২০ ম্যাচ খেলতে নেমে ৬ রানের বেশি করতে পারলেন না ধোনি।

এরপর আরশাদের ভারতে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না নীরজ চোপড়া

বাঁদিকে পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিম ও ডানদিকে ভারতের জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। - ফাইল ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর পাকিস্তানের কোনও ক্রীড়াবিদের ভারতের কোনও প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না বলে জানিয়ে দিলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। ২৪ মে থেকে বেঙ্গালুরুতে নীরজ চোপড়া ক্লাসিক নামের প্রতিযোগিতা বসছে বেঙ্গালুরুতে। আর সেই প্রতিযোগিতাতেই পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী আরশাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ, তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। শুধু তাই নয়, আরশাদকে আমন্ত্রণ করার পর নীরজের দেশপ্রেম নিয়েও তীর্যক মন্তব্য করেন জনতা। কেন নাদিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তাঁর পরিবারকেও কটু কথা শোনাতে ছাড়েনি নেটদুনিয়া। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে নীরজ চোপড়া মুখ খোলেন। নীরজ অবাক হয়ে যান তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়। এরপরই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দেশের স্বার্থ সবার আগে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখে ছেন, 'আরশাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। চারিদিকে শুধু ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও ছাড়া হচ্ছে না। একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে আরশাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমার লক্ষ্য ছিল এনসি ক্লাসিকের মাধ্যমে বিশ্বের সেরাদের ভারতে আনা। সব ক্রীড়াবিদের কাছে আমন্ত্রণ সোমবার পাঠানো হয়েছিল। পহেলগাঁও কাণ্ডের আগেই আমন্ত্রণ চলে গিয়েছিল। পরের ৪৮ ঘণ্টায় যা ঘটেছে, তারপর আরশাদের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দেশের স্বার্থই সকলের আগে। গোটা দেশের মতোই আমিও দুঃখিত। আমি এত বছর ধরে দেশকে গর্বিত করেছি। আজ আমার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সেটা দেখে কষ্ট হচ্ছে। আমার মায়ের একটা সামান্য কথা গত বছর খুব প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু আজ সেই কথাকে হাতিয়ার করেই মা'কে নিশানা করা হচ্ছে'। যদিও জানা গেছে, এই টুর্নামেন্ট খেলতে নাদিম আসছেন না।

eTender notice of Laxminarayanpur GP
Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan , Laxminarayanpur GP invited eTender of
4(Four) Scheme of 15th FC(Untied) vide NIT No-102/LGP/25 Dt.25.04.2025 & 5(Five) Scheme of 15th FC(Tied) vide NIT No-101/LGP/25 Dt.25.04.2025
Bid Starts : 29/04/2025 11 AM
Bid Closes: 07/05/2025 6 PM
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan
Laxminarayanpur Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26, Sl. 1 to 5, Date-21.04.2025 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-02/2025-26, Sl. 1 to 4, Date-25.04.2025. Bid Submission Start Date : 21.04.2025 (NIT-01), 26.04.2025 (NIT-02) from 12:00 Noon. Bid Submission End Date : 03.05.2025 up to 11:00 AM. Technical Bid Opening Date : 05.05.2025 at 11:00 AM. For details information visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER
Memo. No. 188/RM, Date – 25.04.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-19e/2024-25/2nd Call/SL1
Tender ID : 2025_MAD_838860_1
Name of the work: Protection of residential houses and concrete road aside Jamai Colony Pukur with Eucalyptus-bullah pile and other allied works at Uttar Nasra near Katju School in ward No -13 within Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid -10/05/2025.
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. Q. No. 37/WS/AMRUT/AMC/24-25
Bid Submission period: 05.05.25 instead of 23.04.25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Laying of 110mm (OD) Dia.,160mm(OD) Dia. HDPE Pipe Line (PE-100 & PN-6) at Link Park-1 (Ward- 13) Kandeswar Santi Nagar (Ward- 12), Kururia Danga (Ward- 11), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-228/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_839108_1 • Estimated Amount : 7,04,610/-
Last Date : 07th May 2025, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-04 of 2025-2026 Dated. 25.04.2025
Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced electrical license holder Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Elect.), ADDA, Asansol

মেয়েদের উন্নতিতে আইএফএ-কে বার্তা ক্রীড়ামন্ত্রীর

অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসুদের হাত ধরেই উদ্বোধন কন্যাশ্রী কাপের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার-এ ডিভিশনের উদ্বোধন হয়ে গেল। সেই মঞ্চ থেকেই আইএফএ-র উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এই মুহূর্তে মহিলাদের ফুটবলে বাংলা সবচেয়ে এগিয়ে। সেই কাজকেই অব্যাহত রাখতে আইএফএ-কে বিশেষ নির্দেশ দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ইস্টবেঙ্গল বনাম মৈত্রী সংসদের খেলা দিয়েই উদ্বোধন হল কন্যাশ্রী কাপের। অংশগ্রহণকারী মহিলা ফুটবলারদের শুভেচ্ছাও জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী সুজিত বসুও। এছাড়াও ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, দিলীপ নারায়ণ সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি। এই উদ্বোধন মঞ্চেই বাংলার ফুটবল যাতে আরও উন্নত হয় সেদিকেই এবার আইএফএ-কে বাড়তি নজর দেওয়ার বার্তা দেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

তিনি জানান, 'আমি আইএফএকে বলব কন্যাশ্রী কাপ সাধারণ ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে করলে হবে না। তাতে বাংলার কোনও উন্নতি হবে না। আমাদের উন্নতি করতে হলে প্রথম ম্যাচ থেকেই আমাদের স্পটার রাখতে হবে। ১১ টা পজিশনের জন্য প্রতিটা ম্যাচ থেকে যদি এক একটা পজিশনের চারটে করে প্লেয়ার বেছে নেই এবং পরে যদি তাদের ট্রেনিং করি তাহলে আমার মনে হয় বাংলাও আবার নতুন করে পথ দেখাতে পারবে। আবার চ্যাম্পিয়ন হবে'।

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender is invited vide Reference No. 197/M-II/2025, Date 22.04.2025 for 01 (One) No. of work. Last Date of Bid Submission is 02.05.2025 up to 12.00 Noon.

Tender ID List
2025_ZPHD_837853_1

Intending bidders are requested to visit the website :- https://wbtenders.gov.in and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-কন-কেজিপি-আরজিটি-আরওপি-২৫-০২, তারিখ ২৪.০৪.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ খড়গপুর ডিভিশনে নারায়ণগড় ও ভদ্রকের মধ্যে ৩য় লাইনের কাজ সম্পর্কিত রাজঘাট (ব্যতিরেকে) থেকে রুপসা জংশন (ব্যতিরেকে) পর্যন্ত ২৫কেভি ওএইচই-এর ৩য় লাইনের অবশিষ্ট কাজের জন্য সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। মূল্য ঃ ৬,৪২,৭০,৮০৯.৯০ টাকা। বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,৭১,৪০০ টাকা। সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ১২ মাস। নির্ধারিত তারিখ ঃ ১৬.০৫.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in দেখতে পারেন এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র. ঃ অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-80)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র/এম/কো-অর্ডিনেশন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার এন-এস করিডোরের বিভিন্ন সাব-স্টেশনে ৩৩কেভি জিআইএস-এর সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪,৯৯,৭৩,০০০ টাকা। বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। নোটিস বোর্ডের ঠিকানা: প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল, নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অফিস। ওয়েবসাইটের বিবরণ: https://www.ireps.gov.in।
টেন্ডার নংঃ ইএলএম_১৩৪আর_জিআইএস_ডিটি_১৬-০৪-২৫
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ধর্ম বনাম অধর্মের লড়াই, একজোটের ডাক ভাগবতের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেই বিস্ফোরক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, এ লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। একজোট হতে হবে। হিন্দুত্ব বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ না করেও আরএসএস প্রধান বুঝিয়ে দিলেন, এই কঠিন সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সংখ্যাগুরুদের। তবে একই সঙ্গে মোদি সরকারকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এবার কড়া জবাব দিতেই হবে।

বৃহস্পতিবার আরএসএস প্রধান পহেলগাঁও ইস্যুতে মুখ খুলে বললেন, 'ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে মানুষ মারা হয়েছে। হিন্দুরা হলে কোনওদিন এমন করত না। এই লড়াইটা এখন ধর্ম বনাম অধর্মের।' সংঘপ্রধান বলছেন, 'আমাদের হৃদয় ব্যাথিত। আমরা ক্ষুব্ধ। কিন্তু শয়তানকে শেষ করতে হলে নিজেদের সামর্থ্য দেখাতে হয়। রাবণও নিজেকে বদলাতে চায়নি।

তাই অন্য কোনও বিকল্প না দেখে রাম তাঁকে হত্যা করেন। তবে সেটার আগে একবার মত বদলের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল রাবণকে।'

সরসংঘপ্রধান বলছেন, 'এবার আমাদের একত্রিত হতে হবে। আমরা একত্রিত থাকলে কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। আর যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তাহলে সেই চোখ গেলে দেওয়া হবে। ঘৃণা বা নৃশংসতা কোনওটাই আমাদের স্বভাব নয়। কিন্তু চুপচাপ নিজের ক্ষতি সহ্য করাও যাবে না। অহিংসদেরও শক্তিশালী হতে হয়। শক্তি না থাকলে কোনও বিকল্প থাকে না। আর শক্তি থাকলে সেটা দৃশ্যমান হওয়া উচিত।'

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কুকথা বরদাস্ত নয়, রাহুলকে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: বীর সাভারকরকে নিয়ে লাগাতার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে রীতিমতো কড়া ভাষায় সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, 'সাভারকরের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কুকথা বরদাস্ত করা হবে না। আগামী দিনে এই ধরনের কোনও মন্তব্য করলে ফল ভুগতে হবে।' রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত কয়েক বছরে লাগাতার সাভারকর নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে চলেছেন তিনি। সত্য জানা সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। এই ধরনের ঘটনা সাভারকরের মতো একজন ব্যক্তিত্বের সম্মানহানি করা। পাশাপাশি তাঁর পরিবারকে আঘাত করা। বস্তুত এই ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক আদালতে

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন আদালত থেকে সমন পাঠানো হয় তাঁকে। রাহুল এই সব সমনে স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশ দিয়ে তাঁকে স্বস্তি দিল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে রীতিমতো কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হল কংগ্রেস নেতাকে।

রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চ বলল, 'স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কোনওরকম কুকথা আমরা বরদাস্ত করতে পারব না। এরপর তো কেউ বলে দেবে মহাত্মা গান্ধি ব্রিটিশদের চাকর।' বিরোধী দলনেতার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে উদ্দেশ করে সুপ্রিম কোর্ট বলল, 'আপনার মক্কেল কি জানেন, গান্ধিজিও ভাইসরয়কে চিঠি লেখার সময় আপনার অনুগত বলে সম্বোধন করতেন? আপনার মক্কেল কি জানেন, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ঠাকুমা সাভারকরের প্রশংসা করতেন?'

শীর্ষ আদালত বলছে, যারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিল, তাঁদের নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য কেন? সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, রাহুল সাভারকর নিয়ে যা যা মন্তব্য করেছেন, সবটাই দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আগামী দিনে মেনে নেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য করলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করবে।

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ [সিনিয়ার ডিইএন/৩/হাওড়া]। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১০_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ হাওড়া ডিভিসনের সাহিবগঞ্জ লুপ, রামপুরহাট-দুমকা, বিবি লুপ, মেইন লাইন, হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড লাইন, আন্দুল ক্যালকাটা কর্ড লিঙ্ক লাইন, বর্দ্ধমান-কাটোয়া, শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় বিভিন্ন কম্পোজিট গার্ডার, ডেক টাইপ গার্ডার, সেমি থ্রু গার্ডার এবং ওপেন ওয়েব গার্ডারে পার্শ্ববর্তী পথের সংস্থান। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৯,৯৮,১৪,৪৪৩.৪০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৬,৪৯,১০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১১_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ হাওড়া ডিভিসনে আসন্ন বর্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় স্টোন বোল্ডার, বোল্ডার ক্রেটিং, বল্লা বিছানো, মাটি ভরাট ইত্যাদি জরুরি কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৩,৩৩,১৪,৩১৩.২০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৩,১৬,৬০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্যঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-46/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-51/2024-25 (Sl. No. 1 & 3)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 02.05.2025 in place of 23.04.2025 for (1) Tender ID No. 2025_ADDA_830076_1. (2) Tender ID No. 2025_ADDA_830102_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
P.O.- Sagardighi Dist. -Murshidabad,
NIT No-01(3rd Call)/SB/EN/2025-2026, Memo No-1095/1(91)/EN/SB, Date-24/04/2025. NIT No-03/SB/EN/2025-2026, Memo No-1088/1(91)/EN/SB, Date-24/04/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- 24/04/2025 From 18:00 hour on https://wbtenders.gov.in Period and time for download of bidding documents: From- 24/04/2025 18:00 hours To-01/05/2025 14:00 hours. Period and time of submission Bids: From- 24/04/2025 18:00 hours To -01/05/2025 14:00 hours. Date for opening Technical Bid/Bids: 03/05/2025. For more details visit https://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block Sagardighi, Murshidabad

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Supply, Installation and Commissioning of Kirloskar Silent DG Set 58.5 KVA3PH for Purbasha Lodge of ward No.- 07 under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIQ No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/1q/2025-26 Memo No. 215/PWD, Date-25-04-2025	25.04.2025 at 03.00 am	02.05.2025 at 6.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় সাধ্বী ও ৭ অভিযুক্তর ফাঁসির দাবি এনআইএর

মালেগাঁও, ২৫ এপ্রিল: মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় ফের বিপাকে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা। ১৭ বছরের পুরনো ওই মামলায় প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের ফাঁসি চাইল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সাধ্বী ছাড়াও অন্যতম অভিযুক্ত কর্নেল পুরোহিত-সহ মোট ৭ অভিযুক্তের ফাঁসি চেয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

প্রজ্ঞা-সহ ৭ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারায় অভিযোগ এনেছে এনআইএ। প্রায় দেড় হাজার পাতার রিপোর্টে সাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত, অজয় রোহিরকর, মেজর রমেশ উপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ পাণ্ডে, সমীর কুলকার্নি ও সুধাকর চতুর্বেদীর বিরুদ্ধে ইউপিএর ১৬ এবং ১৮ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি, ৩০২, ৩০৭, ৩২৪,৩২৬, ৩২৭ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা রয়েছে। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত আগামী ৮ মে এই মামলার রায় ঘোষণা করবে। ইতিমধ্যেই শুনানি শেষ হয়েছে। এই মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন ২৯১ জন।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মুম্বই থেকে প্রায় ২৭০ কিমি দূরে মালেগাঁও কেঁপে ওঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ছ'জন নিরীহ মানুষ, আহত হয়েছিলেন প্রায় শতাধিক। তারপরই তদন্তকারীদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা সাধ্বী প্রজ্ঞা ও ভারতীয় সেনার কর্নেল পুরোহিত। ভারতে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শাখা বিস্তার করছে এমনটাই অভিযোগ তুলেছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার।

হামলার পর হেমন্ত করকরের নেতৃত্বে এই মামলার তদন্ত শুরু করে মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা। ওই বছরই মুম্বই হামলায় শহিদ হন তিনি। তারপর ২০১১ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত ভার এনআইএর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তকারীদের দাবি, ওই বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছেন সাধ্বী প্রজ্ঞা, কর্নেল পুরোহিত-সহ ওই সাত অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, 'অভিনব ভারত' নামের একটি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে নাশকতা চালানোর অভিযোগও আনা হয় এঁদের বিরুদ্ধে। যদিও সমস্তটাই 'ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেন অভিযুক্ত। এবার সাত অভিযুক্তেরই ফাঁসি চাইল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), শিয়ালদহ ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন/অবস্থান-এ শুধুমাত্র পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য ক্যাটারিং ব্যবসায় তিন বছরের অভিজ্ঞতা ও অন্য ব্যবসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আর্থিক যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী ফুড অ্যান্ড ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারী, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধীনে নিগমবদ্ধ একক মালিকানাধীন সংস্থা বা কোম্পানি বা পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর অধীনে নিবন্ধভুক্ত অংশীদারী সংস্থার কাজ থেকে প্রতিযোগিতামূলক, একক পর্যায়, দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ- ক্র.নং.; স্টেশন; স্টেশন শ্রেণী; ইউনিট নং; ক্যাটিগরি; অবস্থান; বার্ষিক নূন্যতম সংরক্ষিত মূল্য; বায়নামূল্য (ইএমডি) ও বিড নথির মূল্য নিম্নরূপ ঃ ১; শিয়ালদহ; এ১; এসডিএএইচ/এস-৩এ; সাধারণ; নর্থ কনকোর্স (ড্রইং অনুযায়ী); ১৯,২৯,৬৯৭ টাকা; ২,০০,৭০০ টাকা ও ৫,৬০০ টাকা। ২; শিয়ালদহ; এ১; এসডিএএইচ/এস-৫এ; সাধারণ; পি.এফ. ৭/৮ (ড্রইং অনুযায়ী); ৭,১২,৬২৬ টাকা; ৭৪,২০০ টাকা ও ৩,৩৬০ টাকা। ৩; শিয়ালদহ; এ১; এসডিএএইচ/এস-১০এ; সাধারণ; মেইন কনকোর্স (ড্রইং অনুযায়ী); ২৩,৮০,২২৩ টাকা; ২,৪৭,৬০০ টাকা ও ৫,৬০০ টাকা। ৪; শিয়ালদহ; এ১; এসডিএএইচ/এস-১৮এ; সাধারণ; সাউথ কনকোর্স (ড্রইং অনুযায়ী); ২১,৪২,৪৭৭ টাকা; ২,২২,৯০০ টাকা ও ৫,৬০০ টাকা। সংরক্ষিত মূল্য, টেন্ডার নথির মূল্য, বায়নামূল্য জমা, বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। বিড বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৩.০৫.২০২৫ বেলা ২টা। (SDAH-29/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ২৬ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

একটি উত্তরণের গল্প

ড.গৌতম সরকার

ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?
— না বাবুজী।
— দু-একটা শহরের নাম বল তো?
— গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।
— কোন দিকে জান?
— কি জানি বাবুজী!
— আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জানো?
— আমরা গয়া জেলায় বাস করি।
— ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়াইয়া। ভারতবর্ষ কোনদিকে?

(আরণ্যক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

লবটুলিয়ার রাজকন্যা কখনও ভারতবর্ষের নাম শোনেনি, কলকাতার নাম শোনেনি, কলকাতা কেন গয়া, মুঙ্গের, পাটনার বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে কোনওপ্রকার ধারণা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভানুমতীর দৈনন্দিন ঘেরাটোপে চকমকিটোলার বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। আর আজ একবিংশ শতাব্দীর ভানুমতী বহু বন্ধুর পথ হেঁটে দোবরু পান্নার বীরবর্দীর অরণ্যবাস থেকে রাইসিনা হিলসে পৌঁছে গেছেন। আজকের রাজকন্যা মাননীয়া শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতবর্ষের পঞ্চদশতম রাষ্ট্রপতি।

২৫ জুলাই, ২০২২, চৌষট্টি বছরের দ্রৌপদী মুর্মু প্রথম আদিবাসী এবং দ্বিতীয় মহিলা যিনি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রথম নাগরিক নির্বাচিত হলেন। শৈশব থেকেই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের যোগ্যতায় সর্বদা সামনের সারিতে অবস্থান করেছেন। তাঁর জন্ম ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত উপরবেদা গ্রামের এক সাঁওতাল পরিবারে। গ্রামে তিনিই প্রথম সাঁওতাল মেয়ে যিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভুবনেশ্বরের রামাদেবী মহিলা কলেজে স্নাতক কোর্সে ভর্তি হন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ওড়িশা সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগে জুনিয়র সহকারী আধিকারিক পদে যোগ দেন দ্রৌপদী মুর্মু। পরবর্তী সময়ে ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রাংপুরের 'শ্রী অরবিন্দ ইন্টিগ্রাল এডুকেশন সেন্টার'-এ কয়েক বছর শিক্ষকতাও করেন।

দ্রৌপদী মুর্মুর জন্ম ১৯৫৮ সালের ২০ জুন। ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রাংপুর থেকে কুড়ি কিলোমিটার ভিতরে ভাঙাচোরা জঙ্গুলে রাস্তা পেরিয়ে উপরবেড়া গ্রাম, দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মভিটে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, খাপড়ার বেড়া। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও অধিকাংশ সময়ই কানেকশন থাকে না। এই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলেই তাঁর শিক্ষা শুরু। আজকের প্রেসিডেন্ট শৈশব থেকেই একদিকে দেখেছেন পাহাড়সম দারিদ্র্য, অন্যদিকে পদে পদে অস্পৃশ্যতা, উপেক্ষা এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। আশপাশের মানুষদের অর্ধ-মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই কারণেই গ্রামের স্কুলের শিক্ষক যখন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বড় হয়ে কে কি হতে চায়, তখন সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল, হাকিমের কথা বললেও দ্রৌপদী বলেছিলেন তিনি বড় হয়ে মানুষের সেবা করতে চান। আর সেই স্বপ্ন সফল করার দায়িত্ব স্বীকার করেই তাঁর রাজনৈতিক দুনিয়ায় পদার্পন। তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু হয় ১৯৯৭ সালে রায়রাংপুরের পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরপর ২০০০ এবং ২০০৯ সালে বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করে ওড়িশা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিজু জনতা ও বিজেপি জোট সরকারের আমলে তিনি প্রথমে বাণিজ্য ও পরিবহন মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, পরবর্তী সময়ে মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরিবহন মন্ত্রী থাকার সময় তিনি রাজ্যের ৫৮টি মহকুমায় পরিবহন অফিস স্থাপন করার রেকর্ড স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ২০০৬-০৯ পর্যন্ত বিজেপি রাজ্য স্তরে তপসিলি সম্প্রদায়ের সভাপতি ছিলেন। ২০০৯ সালে ময়ূরভঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু বিজেডি আর বিজেপি-র বিচ্ছিন্নতার কারণে হেরে যান।

২০১৫ সালে তিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন ২০১৬ সালে রাজ্যপাল থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের নেতৃত্বে দুটি শতাব্দী প্রাচীন ভূমি আইনের (ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ত্ব আইন ও সাঁওতাল পরগনা প্রজাস্বত্ত্ব আইন) সংশোধন বিল পাস করেন। এই সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের প্রয়োজনে জমি হস্তান্তর সহজ ও সুনিশ্চিত করা। কিন্তু রাজ্যপালের নিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁদের আশঙ্কা ছিল এই আইন জমির উপর তাঁদের অধিকার ও দখল খর্ব করবে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের জুন মাসে শ্রীমতী মুর্মু বিলগুলো ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তিনি সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের বোঝাতে যে এই সংশোধনগুলো সুদূর ভবিষ্যতে আদিবাসীদের স্বার্থই সংরক্ষণ করতো। তবে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশ করা বিল দস্তখত করতে অস্বীকার করে তিনি অন্যথায় প্রশংসিত হয়েছিলেন। ২০২১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঝাড়খণ্ডের গভর্নর হিসেবে কাজ করেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর কার্যকালে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছেন। তাঁর কার্যালয় সমস্ত পেশা ও শ্রেণীর মানুষের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকত।

একজন আদিবাসী নেত্রী হিসেবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের অনুপ্রেরণা। কর্মজীবনে আদিবাসী মানুষগুলোর সমস্যা নিয়ে সতত সরব ছিলেন। তপসিলিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যাংকিং পরিষেবা এবং সামাজিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য তাঁর নিরলস সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শুধু আর্থিক সচ্ছলতার দায়ভার নয়, আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির সঠিক সংরক্ষরণের জন্য সরকারের উপর সর্বতোভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন। এই সংগ্রামী মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে আঘাতের কথা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। কলেজে পড়ার সময় পরিচয় হয় শ্যামচরণ মুর্মুর সাথে। সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, অবশেষে এনাকেই জীবনসঙ্গী নির্বাচিত করেন। তাঁদের তিন সন্তান- দুই পুত্র এক কন্যা। ২০০৯ সালে বড় ছেলে মারা যান। সন্তানহারা মা যোগাভ্যাসের মধ্যে দিয়ে শোক ভুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ২০১৩ সালে আকস্মিক ভাবে ছোট ছেলের মৃত্যু ঘটে, ঠিক তার একমাসের মধ্যে দ্রৌপদীজী তাঁর মা আর ছোটভাইকে হারান। তাঁর ব্যক্তিজীবনে কফিনে শেষপেরেক পোঁতা হল যখন ২০১৪ সালে তিনি স্বামী শ্যামচরণকেও হারালেন। কয়েক বছরের মধ্যে একান্ত কাছের পাঁচজনকে হারিয়ে তিনি নিজেকে পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতায় নিবিষ্ট করেন।

তবে ব্যক্তিগত ক্ষতি তাঁকে জীবনের লক্ষ্য 'মানুষের সেবা' থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতার 'ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর কালচারাল রিসার্চ'-এর প্রেক্ষাগৃহে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সাঁওতালি ভাষায় জীবনীগ্রন্থ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'বাবাসাহেব না থাকলে এভাবে এই অনুষ্ঠানে আমার আসার সৌভাগ্য হত না। তখন হয় জঙ্গলে কাঠ কাটতাম, নয়তো রাস্তা তৈরির কামিন হিসেবে কাজ করতাম' বাবাসাহেবের কাজ, তাঁর অবদান যাতে পিছিয়ে পড়া সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পৌঁছয় তাই তিনি অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বইটি 'অলচিকি' ভাষায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে প্রথম ভাষণে মাননীয়া দ্রৌপদীজী শপথ করেছেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেইরকম ভারতবর্ষ গঠনে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান যে স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছরে দেশকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে'

লজ্জার কথা হল একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নির্ভর জেটগতির দুনিয়াতেও মানুষকে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা আর বিচ্ছিন্নতার অপমান ও কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে আর সেই অপমান, যন্ত্রনা, সর্বোপরি সমুদ্রসম দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ চলে যারা সমাজের তথাকথিত মূলধারার যোগ্য দাবিদার হয়ে ওঠে তখন তাদের আরেক প্রস্থ অপমান, তাচ্ছিল্য এবং মিমের শিকার হতে হয়। দ্রৌপদী মুর্মু দেখিয়ে দিয়েছেন অনেক অপমান, উপেক্ষা, বঞ্চনা, জীবনযন্ত্রনা পেরিয়ে মনের জোর আর মানুষের সেবার মন্ত্রকে পাথেয় করে দোবরু পান্নার অরণ্যবাস থেকে রাইসিনা হিলস-এ পৌঁছনো যায়।

২০১৫ সালে তিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন ২০১৬ সালে রাজ্যপাল থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের নেতৃত্বে দুটি শতাব্দী প্রাচীন ভূমি আইনের (ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ত্ব আইন ও সাঁওতাল পরগনা প্রজাস্বত্ত্ব আইন) সংশোধন বিল পাস করেন। এই সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের প্রয়োজনে জমি হস্তান্তর সহজ ও সুনিশ্চিত করা। কিন্তু রাজ্যপালের নিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁদের আশঙ্কা ছিল এই আইন জমির উপর তাঁদের অধিকার ও দখল খর্ব করবে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের জুন মাসে শ্রীমতী মুর্মু বিলগুলো ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তিনি সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের বোঝাতে যে এই সংশোধনগুলো সুদূর ভবিষ্যতে আদিবাসীদের স্বার্থই সংরক্ষণ করতো। তবে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশ করা বিল দস্তখত করতে অস্বীকার করে তিনি অন্যথায় প্রশংসিত হয়েছিলেন।